এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ‘সব জায়গায় তোলাবাজি বন্ধ হয়েছে বললে ভুল হবে’, স্বীকারোক্তি শমীকের
রাতেও মিলবে সরকারি বাস, হাসপাতাল ও রাতের শিফটের কর্মীদের স্বস্তি ৩

কলকাতা ২ অগস্ট ২০২৬ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.08.2026, Vol. 20 Issue No. 53, 8 Pages, Price 3.00

পালানো হল না নেপালে, শিলিগুড়িতে ধৃত টুলুর ভাগ্নে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নগদ সাড়ে ২৮ কোটি টাকা ও ১৫ কেজি সোনা উদ্ধারের ঘটনায় বীরভূমের বিতর্কিত পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের সাম্রাজ্যে পুলিশি জাল আরও শক্ত হল। অনুব্রত মণ্ডল-ঘনিষ্ঠ এই ব্যবসায়ীর আরও এক আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি থেকে ধরা পড়েন টুলুর ভাগ্নে শেখ ওয়াসিম। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি পুলিশ। পরে তাঁকে বীরভূম জেলা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্তকারীদের দাবি, শিলিগুড়ি সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন ওয়াসিম। তবে শেষরক্ষা হয়নি। এরপর শনিবার সকালেই রামপুরহাট থানায় রাখা ওয়াসিমকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ও বিপুল নগদ-সোনার উৎস জানতে ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে প্রশাসনের নজরে বীরভূম জেলার নানা অবৈধ খাদান। জেলার একের পর এক পাথর খাদান বন্ধ করতে নোটিস পাঠানো শুরু হয়েছে। শনিবারই আটটি অবৈধ খাদান বন্ধ করার নোটিস জারি করে জেলা প্রশাসন। নোটিস দেওয়া আটটি পাথর খাদানই বীরভূমের মহম্মদবাজার এবং রামপুরহাট এলাকায়। টুলুর পাথর ব্যবসায় অবৈধ লেনদেনের হদিশ মেলার পরেই প্রশাসনের এই রকম পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ। মহম্মদবাজার ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক আনন্দ বিশ্বাসের নেতৃত্বে দেওয়ানগঞ্জ মৌজায় টুলুর আত্মীয় আপেল মোর্তাজার পাথর খাদানে বন্ধের নোটিস টাঙানো হয়েছে। এ ছাড়া মনোজ টুডু, শেখ করিবুল, সারতাজ মোল্লা, সুনীল সোরেন ও শুভধন টুডু প্রমুখ বীরভূম জেলার ব্যবসায়ী মহলে পরিচিত নাম যাঁরা, তাঁদের খাদানও বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

এদিকে সূত্রে খবর, চান্দা মৌজায় তারক টুডু এবং অনিল কিস্কুর খাদানে গিয়েছিলেন প্রশাসনের আধিকারিকেরা। হাটগাছা মৌজায় বুধন মারান্ডির খাদানেও অভিযান হয়েছে। তাঁদের সবক'টি খাদান অবৈধ বলে সরকার থেকে নোটিস জারি করা হয়েছে। রামপুরহাট-১ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুমন বিশ্বাস একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে চারটি খাদানে অভিযান চালিয়েছিলেন। চাঁদপুর মৌজায় সাফাউদ্দিন শেখ, জসিমউদ্দিন শেখ এবং প্রিয়তোষ কর্মকারের খাদানে নোটিস ঝোলানো হয় সুমনের নেতৃত্বে। একপাড়া মৌজায় মিলন শেখের খাদানও বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেপ্তার জঙ্গির বান্ধবীও
পুলিশের উর্দিতে নাশকতার ছক যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্রবিক্ষোভেও নাকশতার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। হামিম মণ্ডল এবং তাঁর বান্ধবী অর্পিতা সরকারের গ্রেপ্তারির পর তদন্তে এমনটাই উঠে আসছে। এর জন্য পুলিশের উর্দি জোগাড় করারও পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শনিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানালেন স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর আইজি গৌরব শর্মা। তবে হামিম যন্তর মন্তরে গিয়েছিলেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। তিনি পুলিশের উর্দি জোগাড় করে উঠতে পেরেছিলেন কি না, সেই বিষয়টি এখনও তদন্তসাপেক্ষ।

বর্ধমান থেকে ধৃত জঙ্গি হামিম বর্তমানে পুলিশি হেপাজতে রয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে ধরা পড়েছেন তাঁর বান্ধবী অর্পিতা। শনিবার তাঁকে বর্ধমান আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে জঙ্গিদের নিশানায় ছিলেন, তা শুক্রবারই জানা যায়। এ বার জানা গেল শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, জঙ্গিদের নিশানায় ছিলেন বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক এবং রাজনীতিক। এসটিএফ-এর প্রাথমিক তদন্তে তেমনটাই উঠে এসেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি উত্তর হাওড়ার বিধায়ক তথা মন্ত্রী উমেশ রায়ের পুত্রকে অপহরণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই এই জঙ্গিচক্রের সন্ধান পায় এসটিএফ। আইজি গৌরব বলেন, ‘কয়েক দিন আগেই খবর আসে, হাওড়ার এক সিনিয়র রাজনীতিকের থেকে টাকা তোলার, তাঁর ছেলেকে হানিট্র্যাপ করে অপহরণ করার পরিকল্পনা হচ্ছে। এর সঙ্গে একটি সংগঠন জড়িত বলে খবর আসে। সেই সূত্র ধরে সাহেবগঞ্জের একটি হ্যান্ডলের দিকে সন্দেহ যায়। হ্যান্ডলটি ছিল অর্পিতা সরকারের।’

পরে অর্পিতার সমাজমাধ্যম হ্যান্ডলের সূত্র ধরে খোঁজ মেলে হামিমের। এসটিএফ-এর আইজি জানান, গত চার বছর ধরে অর্পিতার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে হামিমের। প্রথমে ইনস্টাগ্রামে যোগাযোগ হয়। পরে দেখাও করেন তাঁরা। হামিম এবং অর্পিতার মধ্যে ‘অ্যাফেয়ার’ ছিল বলেও জানাচ্ছে এসটিএফ। তদন্তকারীদের দাবি, গত কয়েক মাসে অর্পিতার মাধ্যমে হামিম বিভিন্ন ভাবে জাল ছড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তদন্তে উঠে এসেছে, ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা অর্পিতার আত্মীয়ের বাড়ি এ রাজ্যে। মাঝেমধ্যে আত্মীয়ের বাড়িতে যাতায়াত করতেন তিনি। তখন দেখা হত হামিমের সঙ্গেও। তবে অর্পিতার মগজধোলাই করে এই চক্রে যুক্ত করা হয়েছিল, না কি তিনি কোনও আর্থিক সুবিধা পেতেন চক্রের থেকে; তা প্রাথমিক ভাবে স্পষ্ট নয়।

হামিমকে জেরা করে তদন্তকারীরা আরও বেশ কয়েকটি হ্যান্ডলের সন্ধান পান; যেমন, ‘রাণা’, ‘উজেইর’, ‘আবিদ জাট৩৩৩’, ‘হামাদ’। সবগুলিই পাকিস্তানি হ্যান্ডল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। গত দুই-তিন মাস ধরে এই হ্যান্ডলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে হামিমের। প্রথমে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে শুরু করেন। তার পরে হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রামেও যোগাযোগ হয়। তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই হ্যান্ডলগুলি পাকিস্তানি গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টির দুষ্কৃতীদলের সঙ্গে যুক্ত। এগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন মৌলবাদী প্রচার করা হত এবং তরুণদের ‘টার্গেট’ করা হত। পাকিস্তানি ওই হ্যান্ডলগুলি ব্রিটেন এবং মেক্সিকোর সিম কার্ডও ব্যবহার করত বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

এসটিএফের আইজি জানান, পাকিস্তানি ওই গোষ্ঠী মুখ্যমন্ত্রীকেও টার্গেট করার ছক কষেছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর গতিবিধির উপর নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হামিমের উপরে।

যুব সমাজের প্রশংসায় ফের পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী

মহীশূর, ১ অগস্ট: দেশের মূল শক্তি যুবরাই। সবক্ষেত্রে ভারতকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা। শনিবার কর্নাটকের মহীশূরে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে আবারও যুবসমাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন,‘ভারতের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন থেকে শুরু করে স্টার্টআপ, ডিজিটাল প্রযুক্তি-সব ক্ষেত্রেই যে দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে, তার মূল শক্তি দেশের যুবসমাজ।’

প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন মহীশূরে স্বামী বিবেকানন্দ কালচারাল ইউথ সেন্টার ‘বিবেক স্মারক’-এর উদ্বোধন করেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, ও স্বামীজিকে শ্রদ্ধা জানান। মহীশূরের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল স্বামী বিবেকানন্দের, তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন,‘একসময় ভারতের যুবসমাজ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ সেই যুবকরাই বিশ্বের উন্নয়নের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ যুবসমাজের শিক্ষাকেই জাতি গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে দেখতেন। তিনি এই উদ্যোগের জন্য রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান।

দেশসেবায় স্বামীজির আদর্শকেও তুলে ধরেন বক্তব্যে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘‘স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ছিল ‘শিব জ্ঞানে জীব সেবা’। অর্থাৎ মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এই স্মারকে এমন যুবসমাজ গড়ে তুলতে হবে, যাদের কাছে সমাজ ও দেশের স্বার্থই সবার আগে থাকবে। দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের সেবাই হবে জীবনের লক্ষ্য।’’

যুবসমাজের প্রশংসা করে মোদী বলেন, ‘আজ ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম। ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশ। ভারতের তৈরি ডিজিটাল সলিউশন বিশ্বের বহু দেশের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত কৃতিত্বই দেশের যুবশক্তির।’

অন্যদিকে, শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়নগরম জেলার ভোগপুরমে আল্লুরি সীতারাম রাজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর সেখানে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে কংগ্রেসকে তোপ দাগেন তিনি। বলেন, ‘আগে দেশের বিমানবন্দরগুলির নামকরণ করা হত একটি পরিবারের নামে। আমরা সেই সংস্কৃতি বদলে দিয়েছি।’

সিএএ আবেদনের নিষ্পত্তির ক্ষমতা পাবে রাজ্য: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুজরাত ও রাজস্থানের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারও শীঘ্রই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ), ২০১৯-এর অধীনে জমা পড়া আবেদনগুলির নিষ্পত্তি করতে পারবে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে অনুমোদন দেবে বলে শনিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সিএএ-র অধীনে আবেদনকারীদের হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী এক মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সিএএ-র আবেদন নিষ্পত্তির অনুমতি দেওয়া হবে। সেই অনুমতি মিললে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তির কাজ সম্পূর্ণ করবে। পাশাপাশি আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও দ্রুত করার উদ্যোগও নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিএএ নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, ‘এটি নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়।’

প্রমীলাদের ‘পাওয়ারে’ তিন সোনা ভারতের

গ্লাসগো, ১ অগস্ট: কমনওয়েলথ গেমসে শনিবার ভারতের বক্সিংয়ে এল জোড়া সোনা। এদিন মহিলাদের ৫৪ কেজি প্রীতি পাওয়ার ও ৫৭ কেজি বিভাগে জ্যাসমিন ল্যাম্বোরিয়া সোনা জিতে ভারতের সাফল্যে নতুন পালক যোগ করলেন। অন্যদিকে, কমনওয়েলথে স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন ভারতীয় তথা ত্রিপুরার বিলোনিয়া দক্ষিণ সোনাইছড়ির জুডোকা অস্মিতা দে। মহিলাদের ৪৮ কেজি ফাইনাল ম্যাচে কানাডার হাইডি কুয়াচকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে দেশের হয়ে প্রথম কমনওয়েলথ গেমস জুডো স্বর্ণপদক জয় করেন অস্মিতা দে। মহিলাদের ৫৪ কেজির ফাইনালে কানাডার স্কারলেট ডেলগাডোকে ৫-০ ব্যবধানে হারান প্রীতি। বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৮ - এ

মেগা কিচেন থেকে শুরু ইসকনের মিড ডে মিল

কাজ না যাওয়ার আশ্বাস, বাড়ল ভাতাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রথম আধুনিক সেমি-অটোমেটেড মেগা কিচেনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার আলিপুরের ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোডে প্রধানমন্ত্রী পোষণ প্রকল্পের অধীনে ইসকন অন্নামৃত ফাউন্ডেশনের পরিচালিত এই অত্যাধুনিক রান্নাঘরের উদ্বোধন করেন তিনি। সরকারের দাবি, এই কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসম্মত, পুষ্টিকর ও উন্নতমানের রান্না করা খাবার স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

শনিবার কলকাতার পুরসভার সরকারি স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল সরবরাহের নতুন ব্যবস্থার সূচনা হল। এদিন তারাতলায় ইসকনের মেগা কিচেনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, উদ্বোধনের সময় তিনি নিজে রান্নাঘরে খুন্তি নেড়ে প্রতীকীভাবে রান্নাতেও অংশ নেন। এরপরে সবুজ পতাকা দেখিয়ে খাবার বহনকারী গাড়িরও যাত্রা শুরু করান।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রথম পর্যায়ে কলকাতা পুরসভার অধীন প্রায় ৫০০টি স্কুলের ৪৪ হাজার পড়ুয়ার জন্য খাবার প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হবে। আগামী তিন মাসের মধ্যে পরিষেবার পরিধি বাড়িয়ে প্রায় ১, ৮০০টি স্কুলের দেড় লক্ষ পড়ুয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বাগবাজারে ইসকনের বিদ্যমান রান্নাঘরের সঙ্গে আলিপুরের নতুন কেন্দ্র মিলিয়ে এই পরিষেবা পরিচালিত হবে।

ইসকনের হাতে রান্না ও বিতরণের দায়িত্ব যাওয়ায় বর্তমান কুক-কাম-হেল্পারদের কাজ হারানোর আশঙ্কা নিয়ে যে প্রচার হয়েছিল, তা উড়িয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট বলেন, একজন রাঁধুনী বা দিদি-বোনেরও কাজ কেড়ে নেওয়া হবে না। ইসকন তাদের রান্না ও বিতরণ ব্যবস্থায় বর্তমান কর্মীদেরই যুক্ত রাখবে। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, আগের সরকারের আমলে মাসিক ২ হাজার টাকা ভাতা পাওয়া কুক-কাম-হেল্পারদের সম্মানী চলতি অগস্ট মাস থেকেই ১ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বগণনায় বঙ্গে সূচনা ডিজিটাল সুমারির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ ১৫ বছর পর রাজ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হল জনগণনার কাজ। শনিবার সল্টলেকের সেচ দপ্তরের বাংলোয় স্বগণনা (সেলফ এনিউমারেশন) সম্পন্ন করে ১৬তম জনগণনার সূচনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এইবার প্রথমবারের মতো জনগণনার কাজ অনলাইন-অফলাইন দু-ভাবেই সম্পন্ন করা হবে বলেই প্রশাসন সূত্রে খবর। সেক্ষেত্রে নাগরিকেরা চাইলে নিজেরাই অনলাইনে জনগণনার তথ্য জমা দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

আর এই ডিজিটাল জনগণনা নিয়ে মানুষের মধ্যে যাতে কোনও সংশয় না থাকে, সে বিষয়ে শনিবার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কারও ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হবে না। এ বার জনগণনা হবে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায়। নিজেরাই স্বগণনা করতে পারবেন রাজ্যের মানুষ। আমিও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আজ সেটা করলাম। এ জন্য জনগণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা স্বগণনার সুবিধা নিন। আপনাদের তথ্য চুরি হবে না। শুধুমাত্র সরকারি পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের স্বার্থেই সমস্ত তথ্য ব্যবহার করা হবে। তাই অপব্যবহারের কোনও সুযোগ নেই। আমাদের স্লোগান, জনগণের জনকল্যাণ।’ রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, স্বগণনার জন্য নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টাল চালু হয়েছে। আগামী ১৫ অগস্ট পর্যন্ত নাগরিকেরা ওই পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের তথ্য নথিভুক্ত করতে পারবেন। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ‘ফিল্ড এনিউমারেশন’ বা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হবে, যা চলবে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এইবারের স্বগণনার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রথমে পোর্টালে লগ-ইন করে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্য দিতে হবে। মোবাইলে ওটিপি যাচাইয়ের পর জেলা, পিন নম্বর, গ্রাম বা শহরের নাম, বাড়ির অবস্থান এবং হাউস লিস্টিং-সংক্রান্ত তথ্য পূরণ করতে হবে। এই সব তথ্য যাচাই করে চূড়ান্তভাবে জমা দেওয়ার পর একটি স্বতন্ত্র আইডি নম্বর তৈরি হবে, যা ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সংরক্ষণ করে রাখতে বলা হয়েছে।

ডিজিটাল জনগণনা দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্ব। যদিও পূর্ববর্তী সরকার বিভিন্ন কারণে সেই প্রক্রিয়া শুরু করতে অনীহা দেখিয়েছিল বলে শনিবার এই বিষয়ে অভিযোগ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিধাননগরে ১৬তম ডিজিটাল জনগণনার স্ব-শুমারি (সেলফ এনুমারেশন) কর্মসূচির সূচনা করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জনগণনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

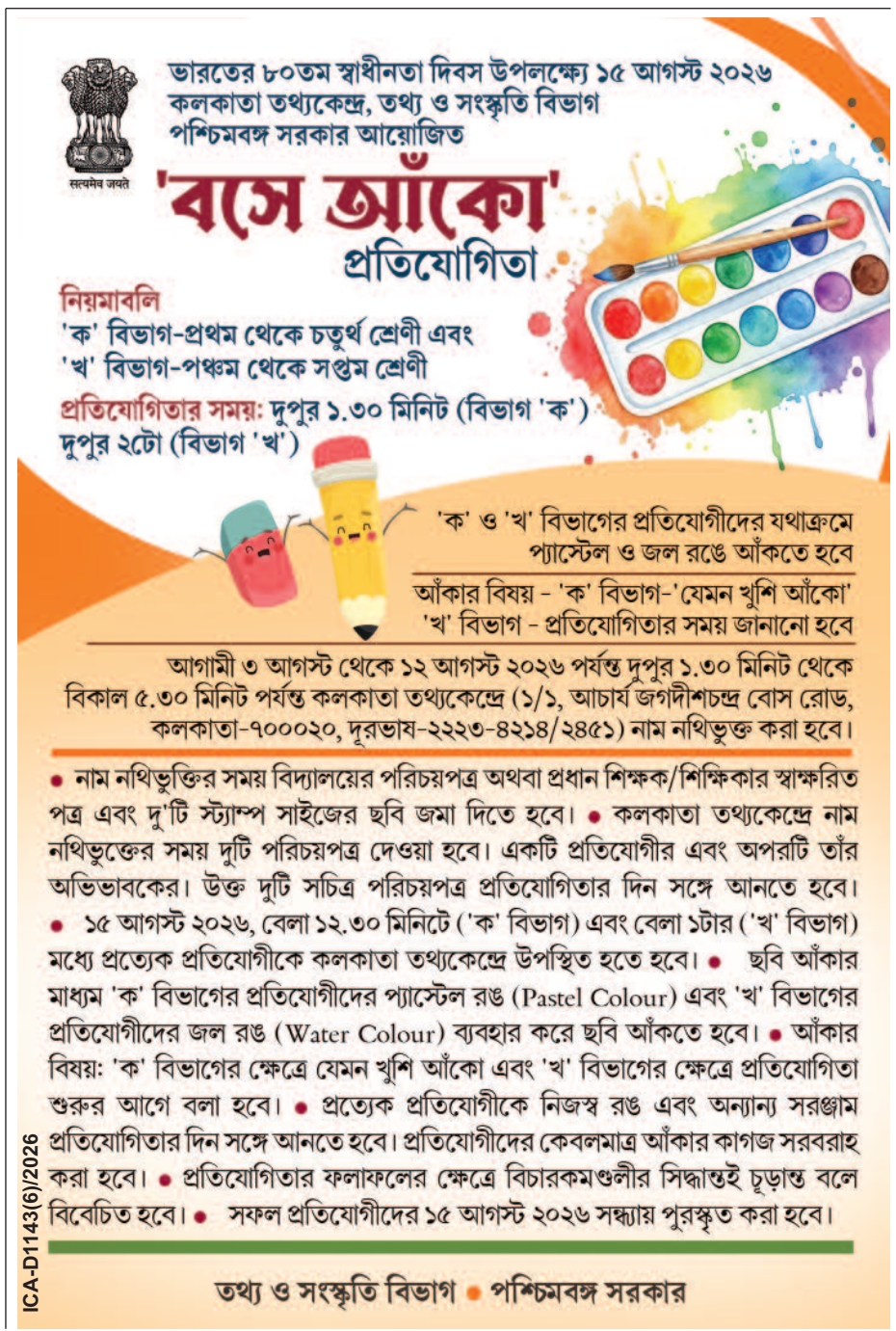

‘লজ্জা’ ঘুচিয়ে কলকাতায় তসলিমাকে স্বাগত মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর আবার কলকাতায় ফিরলেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। শনিবার রবীন্দ্র সদনে এক সাহিত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

২০০৭ সালে তসলিমা নাসরিনের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ দ্বিখণ্ডিত প্রকাশকে কেন্দ্র করে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং লেখিকাকে কলকাতা ছাড়তে হয়। পরবর্তী সময়েও তিনি আর শহরে ফিরতে পারেননি।

শনিবারের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী লেখিকার হাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি এবং ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বিশেষ স্মারক তুলে দেন। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনি একজন প্রখ্যাত লেখিকা। অসংখ্য মানুষ আপনার লেখা পড়েন। আপনি পশ্চিমবঙ্গে সানন্দে আপনার বক্তব্য রাখুন। এই নতুন বাংলা নিশ্চিতভাবেই আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতার থেকে আলাদা।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সংবিধান, গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর কথায়, ‘‘আজকের এই কর্মসূচিই প্রমাণ করে, এই বাংলায় ‘দেখে নেব’, ‘ধমক-চমক’ কিংবা ‘আটকে দেব’-এর রাজনীতি অতীত। পশ্চিমবঙ্গ আজ শৃঙ্খলমুক্ত ও বাঁধনমুক্ত। এখানে সবার আসার অধিকার রয়েছে, সবার নিজের বক্তব্য প্রকাশের অধিকার রয়েছে।’’

তসলিমা নাসরিনের নিরাপত্তা নিয়েও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, লেখিকা যখনই পশ্চিমবঙ্গে আসতে চাইবেন, রাজ্য সরকার তাঁর নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘এই সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে আপনাকে যাবতীয় নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর। শুধু সরকারের মুখ নয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে।’

দীর্ঘ নির্বাসনের পর কলকাতায় তসলিমা নাসরিনের প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মহলে বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তাঁর এই সফর রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিসরে নতুন আলোচনারও জন্ম দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে জ্যামার-সহ বুলেটপ্রুফ গাড়ি ব্যবহার করা উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলার ছক হচ্ছিল। বর্ধমান থেকে জইশ জঙ্গি হামিম গ্রেপ্তার হতেই মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অনেকদিন ধরেই জঙ্গিদের টার্গেট। তৃণমূল কংগ্রেস জঙ্গিদের সেফ প্যাসেজ দিয়ে রেখেছিল। তাঁর মন্তব্য, শুভেন্দু অধিকারীকে সরিয়ে দিতে পারলেই মমতা ব্যানার্জি লাভবান হবেন। মন্ত্রী দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে জ্যামার-সহ বুলেট প্রুফ গাড়ি ব্যবহার করা উচিত। জ্যামার থাকলে আইইডি ব্লাস্ট করানো যাবে না। মন্ত্রীর কথায়, শত্রুকে দুর্বল ভাবা ঠিক নয়। শত্রুদের তো জঙ্গিদের সঙ্গে যোগ আছে, তাই সতর্ক থাকা দরকার।

১৫ অগস্ট পর্যন্ত হাই-রাইজ নির্মাণে স্থগিতাদেশ
পুনর্গঠিত তারাতলা দুর্ঘটনার তদন্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ ধসে বহু শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার পর বাণিজ্যিক বহুতল নির্মাণে স্থগিতাদেশের মেয়াদ আরও বাড়াল রাজ্য সরকার। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্যজুড়ে জি৫ বা তার বেশি উচ্চতার বাণিজ্যিক, আবাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অন্যান্য বহুতল নির্মাণ প্রকল্পে স্থগিতাদেশ আগামী ১৫ অগস্ট পর্যন্ত বহাল থাকবে।

একই সঙ্গে তারাতলা দুর্ঘটনার তদন্তে গঠিত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটিও পুনর্গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে পূর্ত দপ্তরের সচিব অন্তরা আচার্যকে। ২৫ জুন গঠিত আগের কমিটিতে পরিবর্তন এনে এবার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পাশাপাশি একাধিক বিশেষজ্ঞ সংস্থার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পুনর্গঠিত কমিটিতে রয়েছেন নগরোন্নয়ন ও পুর দপ্তর, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পুরসভা, শ্রম দপ্তর, পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ, কলকাতা পুরসভার ডিজি (বিল্ডিং), দমকল ও জরুরি পরিষেবা, রাইটস, ইরকন এবং আইআইটি খড়গপুরের প্রতিনিধিরা।

সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২৪ জুন তারাতলায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন নির্মাণস্থলে সাইট পরিদর্শন, নির্মাণের গুণগত মানের নিরীক্ষা এবং কারিগরি মূল্যায়নের কাজ এখনও চলছে। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উচ্চ-অট্টালিকার নির্মাণকাজে স্থগিতাদেশ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৬ জুন নগরোন্নয়ন ও পুর দপ্তর প্রথমবারের মতো রাজ্যজুড়ে জি৫ বা তার বেশি উচ্চতার চালু নির্মাণকাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। সর্বশেষ নির্দেশে সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ অগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, জনস্বার্থে এবং নির্মাণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পূর্ব রেলের নতুন জেনারেল ম্যানেজার হলেন গীতিকা পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব রেলের নতুন জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে শনিবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন গীতিকা পাণ্ডে। রেল বোর্ডের অতিরিক্ত সদস্য (পরিকল্পনা) পদ থেকে তিনি এই দায়িত্বে এলেন। দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিকল্পনা ও অবকাঠামো উন্নয়নে তাঁর কাজকে সামনে রেখেই পূর্ব রেলের নেতৃত্বে তাঁকে আনা হয়েছে বলেই পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে।

১৯৯০ ব্যাচের ভারতীয় রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস সার্ভিস (আইআরএএস)-এর আধিকারিক গীতিকা পাণ্ডে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর এবং স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। কর্মজীবনে তিনি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর কর্পোরেশন, সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন ফর রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন, উত্তর-পশ্চিম রেল এবং রেল বোর্ডে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। এছাড়াও যোধপুরের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার থাকাকালীন পণ্য পরিবহণ থেকে আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং কোভিড পরিস্থিতিতে রেল হাসপাতালের জন্য দ্রুত অক্সিজেন উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি রেল বোর্ডে থাকাকালীন তিনি ভারতীয় রেলের আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণের কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পাশাপাশি রেল বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক সংস্কারেও তাঁর অবদান রয়েছে।

পূর্ব রেলের দাবি, কর্মদক্ষতার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও গীতিকা পাণ্ডে সক্রিয়। পূর্ব রেলের আধিকারিকদের আশা, তাঁর নেতৃত্বে যাত্রী পরিষেবা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক দক্ষতা আরও জোরদার হবে।

ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডবে নষ্ট ধানখেত, ক্ষতিপূরণ ও স্থায়ী সমাধানের দাবিতে চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলায় ফের হাতির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়লেন চাষিরা। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় হাতির দল বীজতলা ও সদ্য রোপণ করা ধানখেত নষ্ট করায় আতঙ্কে রাত কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গিধনী রেঞ্জের আমতলিয়া বিটের চান্দুয়া জঙ্গল ও সংলগ্ন এলাকায় ২৫ থেকে ৩০টি হাতির একটি বড় দল রাতভর তাণ্ডব চালায়। একের পর এক ধানখেতে ঢুকে বীজতলা ও সদ্য রোপণ করা চারা ধান খেয়ে এবং পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দেয় তারা। এতে চাষিদের বড়সড় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, খড়গপুর বনবিভাগের কলাইকুন্ডা রেঞ্জের পত্না এলাকায়ও ৬ থেকে ৭টি হাতির একটি দল তাণ্ডব চালায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রায় ৩ থেকে ৪ বিঘা জমির চারা ধান নষ্ট হয়েছে। রাতভর বনকর্মী ও হুলা পার্টি হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন রেঞ্জে ছোট ছোট দলে হাতিরা ঘোরাফেরা করছে। মাণিকপাড়া রেঞ্জের রমরমা বিটের আখড়াশোল ও জামবেদ্যা এলাকায় একটি হাতি, গুইমারা গ্রামের কাছে পরিচিত হাতি 'রামলাল', কুসুমঘাটি বিটের রাজাবাসায় একটি হাতি, গিধনী রেঞ্জের চান্দুয়া জঙ্গলে ২৫ থেকে ৩০টি হাতির বড় দল এবং ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের বৃন্দাবনপুর এলাকায় তিনটি হাতির অবস্থান রয়েছে। একাধিক এলাকায় ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি কাঁচা বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। ফলে বহু গ্রামে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন বাসিন্দারা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বনদপ্তরের পক্ষ থেকে মাইকিং করে গ্রামবাসীদের সতর্ক করা হচ্ছে। পাশাপাশি জঙ্গলে কাঠ, জ্বালানি কাঠ বা শালপাতা সংগ্রহ করতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বনকর্মীরা হাতির গতিবিধির উপর নজরদারি চালাচ্ছেন। এদিকে, ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা দ্রুত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং হাতির উপদ্রব রুখতে দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

নকশালবাড়িতে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটের উদ্বোধন করলেন প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে বহুল প্রতীক্ষিত ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল। রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ফিতা কেটে এই অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য ইউনিটের শুভ সূচনা করেন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ তুলসি প্রামাণিক-সহ অন্যান্য পদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের পর রাজ্য প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন জানান, নতুন এই হেলথ ইউনিটে আপাতত ট্রায়াল রান শুরু করা হয়েছে। এখন থেকে চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা এই হাসপাতালেই সম্ভব হবে। এর ফলে স্থানীয় রোগীদের আর বাইরে গিয়ে মোটা টাকা খরচ করে প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করাতে হবে না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই আধুনিক ইউনিটটি তৈরিতে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের অত্যাধুনিক ডায়াগনস্টিক যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। এই ইউনিটে লিপিড প্রোফাইল, ব্লাড সুগার, থাইরয়েড-সহ প্রায় ৪০ থেকে ৫০ ধরনের রক্ত পরীক্ষা করার সুবিধা থাকবে, যা আগে এই হাসপাতালে উপলব্ধ ছিল না। প্রতিমন্ত্রী জানান, এই নতুন পরিষেবা চালুর ফলে এলাকার হাজার হাজার মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সহজলভ্য হয়ে উঠবে। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সুদৃঢ় করতে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন যে, আয়ুষ্মান ভারত যোজনার কার্ডও দ্রুত সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং যারা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না, তাঁদের জন্যও সমপরিমাণ অর্থের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। এছাড়া রাজ্য বাজেটের অধীনে এই অঞ্চলে এইমস মানের আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি জানান। ভবিষ্যতে আয়ুষ বিভাগকে পৃথকভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

অস্ত্র ভাণ্ডার দেখাশুনা করতেন ধৃত অজয় মালি: সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ২২ জুলাই বুধবার রাতে কাঁচরাপাড়ার রেল কলোনি থেকে কাঁচরাপাড়ার প্রাক্তন পুরপ্রধান কমল অধিকারী ঘনিষ্ঠ অজয় মালিকে বীজপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ শুক্রবার রাতে হালিশহর চৌমাথা সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ছয় রাউন্ড কার্তুজ-সহ পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার নিয়ে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস দাবি করেন, অজয় মালি অস্ত্র ভাণ্ডার দেখাশুনা করতেন। যা অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। সুদীপ্ত জানান, বিধানসভা নির্বাচনের আগে সুবোধ অধিকারী ও কমল অধিকারী প্রচুর বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র মজুত করে রেখেছিল। ধৃতের কাছে প্রচুর আধুনিক অস্ত্র রয়েছে। ধৃতকে হেপাজতে রেখে পুলিশের উচিত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা। প্রসঙ্গত, ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন প্রাক্তন পুরপ্রধান কমল অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই অজয় মালি। পরদিন অর্থাৎ ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলায় থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ডিম বৃষ্টির শিকার হন ধৃত এই তৃণমূল নেতা।

জনগণণা প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে নাম নথিভুক্ত করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

আসন্ন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রেডরোডে শুরু প্রস্তুতি।

ছবি- অদিতি সাহা

ডিজিটাল সেলফ-এনিউমারেশনের মাধ্যমে জনগণনার সূচনা করলেন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ১৬তম জনগণনার প্রক্রিয়া। এবারের গণনাকার্যকে আরও আধুনিক ও সহজ করার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে ঘরে বসেই অনলাইনে নিজেদের তথ্য জমা দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে শিলিগুড়িতে রাজ্য সরকারের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ নিজের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডিজিটাল 'সেলফ-এনিউমারেশন' বা স্ব-গণনা সম্পন্ন করে এই অভিযানের সূচনা করেন।

শনিবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আধিকারিক ও কর্মীরা মন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁকে এই ডিজিটাল প্রক্রিয়ার সমস্ত প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ নিজের মোবাইল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পোর্টালে নিজের এবং পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য নথিভুক্ত করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পর্যটন মন্ত্রী বলেন, জনগণনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি, যা দেশের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও পরিষেবা মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সঠিক এবং নিখুঁত পরিসংখ্যান অত্যন্ত জরুরি। এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়ে বলেন, কেবল নিজেদের ফরম পূরণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং পরিবারের প্রবীণ সদস্য, প্রতিবেশী এবং প্রযুক্তিতে যারা দক্ষ নন, তাঁদেরও এই কাজে সাহায্য করা উচিত। সকলের যৌথ সহযোগিতাতেই এই বিপুল কর্মযজ্ঞ দ্রুত ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কেন্দ্র সরকারের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' ভাবনার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা এই পদক্ষেপ প্রক্রিয়ায় গতি আনার পাশাপাশি স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা আগস্ট, ১৬ ই শ্রাবণ। রবি বার। চতুর্থী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র ও বিংশত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ রাত্রি ৮৫৪ঞ্ঝঞ্চএর পর একপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তত্অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(বিশেষ দিন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিবস। পশ্চিমবাংলায় উদ্ যাপিত বিজ্ঞান দিবস।)

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 30/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13334 নং এফিডেভিট বলে আমি Nooruddin Mallick S/o. Shahjahan Shadad Mallick, Nooruddin Mallick S/o. Sajahan Mallik, Nooruddin Mallick S/o. Sajahan Mallick ও Noruddin Mallick S/o. S Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13333 নং এফিডেভিট বলে আমি Lutphar Haldar S/o. Liyakat Haldar ও Lutfar Halder S/o. Liakat Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14907 নং এফিডেভিড বলে আমি Santosh Bisai S/o. Durlave Bisai ও Santosh Bishai S/o. D Bishai সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, Sk. Mohammad Iyasin, S/o. Sk. Nur Mohammad, R/o. Vill Bakkeshwar, P.O. Amra, P.S. Dadpur, Dist. Hooghly, Pin 712149, W.B., do hereby declare that in my Passport where my name has been recorded as Saikh Mohammad Iyasin, in my Aadhaar Card where my name has been recorded as Sk. Mohammed Iyasin & also in my Educational documents where my name has been recorded as Sk. Md. Easin instead of my correct & actual name Sk. Mohammad Iyasin. Henceforth, I shall be known as Sk. Mohammad Iyasin, S/o. Sk. Nur Mohammad in my all relevant documents should be corrected accordingly. That I, Sk. Mohammad Iyasin, Saikh Mohammad Iyasin, Sk. Mohammed Iyasin & Sk. Md. Easin, son of Sk. Nur Mohammad are the same & one identical person vide an affidavit no. 10105, dated 27.10.2025, sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court.

সঙ্গীতম্
২৩এ, নন্দীবাগান রোড, কলকাতা-৭৮ (কসবা)
স্বগৃহে গীটার, তবলা, গান শেখাই।
10 A.M. – 1 P.M.
শিক্ষান্তে সুযোগ।
প্রোঃ- সুব্রত পাল
M: 8902447479

Change of Name

I, Abdul Alim, S/o. Khodan, Vill- Choumondalpur, P.O.- Mongaldihi, P.S.-Panrui, Dist.-Birbhum. on dated 29/07/26 before Bolpur Court Ld. Judicial Magistrate, 1st Class vide affidavit (No. 2051) that Abdul Alim S/o. Khodan, Abdul Alim S/o. Sk Khudu, Sekh Alim S/o. Khodan and Alim Sk S/o. Khodan Sk is same one identical person.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

বিজ্ঞপ্তি

ঝন্টু নন্দী পিতা ব্রজেন্দ্র নাথ নন্দী, সাং-পূর্ব বাদকুল্লা, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২১, গত ইংরাজী ১৫/১১/২০১০ তারিখে এ.ডি.এস.আর. হাঁসখালী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-70/10 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী অজয় কুমার ওঝা পিতা শ্রী অবনী কান্ত ওঝা, সাং-পূর্ব বাদকুল্লা, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত অজয় কুমার ওঝা বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে BL & LRO HANSKHALI অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। তপশীল জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা-বাদকুল্লা, জে.এল.-৪৪, এল.আর. খতিয়ান-৭১৫, আর.এস. দাগ নং ১৩৩০/২৩৮৫, এল.আর. ২৫৯৩ নং দাগে আউশ জমি, মোট ১১ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।শম্ভু অধিকারী, উকিলবাবু রানাঘাট কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য জেলা জজ বাহাদুর মহাশয়ের আদালত, চুঁচুড়া হুগলী
রেফাঃ ২০২৫ সালের ১৯ নং মিস কেস

শ্রীমতি অম্বিকা মিত্র, স্বামী- মৃত শ্রীকান্ত মিত্র সাং- বাজরা, পোঃ- মানকুন্ডু, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী। পিন - ৭১২১৩৯। ---------------- **দরখাস্তকারিনী**

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বাজরা ভদ্রেশ্বর, হুগলী নিবাসী নাবালক **সংকেত মিত্র** পিতা মৃত শ্রীকান্ত মিত্র এর প্রাপ্য নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য তাহার মাতা অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারিনী **শ্রীমতি অম্বিকা মিত্র** অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উপরোক্ত মোকর্দ্দমা লইয়া যদি কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা অত্র মোকর্দ্দমা অত্র আদালত কর্তৃক একতরফা শুনানী হইবে। তপশীল- এ : জেলা হুগলী থানা ভদ্রেশ্বর, জে এল নং ০৪, মৌজা বাজরা, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৭৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৩৭ (**শ্রীকান্ত মিত্র -র নামে**)। ১) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৬৭৪ বাগান জমি ০.১৮৫ একর বা ১৮.৫ শতক মধ্যে ০.১৩ একর বা ১৩ শতক মধ্যে **নাবালক সংকেত মিত্র**-র ১/২ অংশে প্রাপ্য ০.০৬৫ একর বা ৬.৫ শতক (কমবেশি)। ২) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭১০ বাঁশ বাগান ০.০৫ একর বা ০৫ শতক মধ্যে ০.০৩ একর বা ০৩ শতক মধ্যে নাবালক **সংকেত মিত্র-র** ১/২ অংশে প্রাপ্য ০.০১৫ একর বা ১.০৫ শতক (কমবেশি)। **মোট ০.০৮ একর বা ০৮ শতক বিক্রীত সম্পত্তি হইতেছে।** তপশীল- বি : জেলা হুগলী থানা ভদ্রেশ্বর জেএল নং ০৪ মৌজা বাজরা আর.এস. খতিয়ান নং ৩৭৭ এল.আর. খতিয়ান নং ১০৩৭ (**শ্রীকান্ত মিত্রর নামীয়**) ১) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৪৮৯ "পুকুর" ০.০৩ একর বা ০৩ শতক মধ্যে দরখাস্কারিনী অম্বিকা মিত্র ও নাবালক সংকেত মিত্র প্রত্যেকে ১।২ অংশ করিয়া। ২) আর এস ও এল আর দাগ নং ৬৭৫ "বাঁশবাগান" ০.০১ একর বা ০১ শতক সম্পত্তি দরখাস্তকারিনী **অম্বিকা মিত্র** ও নাবালক **সংকেত মিত্র** প্রত্যেকে ১/২ অংশ করিয়া। ৩) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৬৭৬ "ডোবা" ০.০২৫ একর বা ২.৫ শতক মধ্যে দরখাস্তকারিনী **অম্বিকা মিত্র** ও নাবালক **সংকেত মিত্র** প্রত্যেকে ১/২ অংশ করিয়া। ৪) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৬৭৭ "ডোবা" ০.০৮ একর বা ০৮ শতক মধ্যে দরখাস্তকারিনী **অম্বিকা মিত্র** ও নাবালক **সংকেত মিত্র** প্রত্যেকে ১/২ অংশ করিয়া। ৫) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৬৭৮ বাগান জমি ০.০৮ একর বা ০৮ শতক মধ্যে দরখাস্তকারিনী **অম্বিকা মিত্র** ও নাবালক **সংকেত মিত্র** প্রত্যেকে ১/২ অংশ করিয়া। ৬) আর.এস. ও এল.আর. ৬৮৪ বাগান ০.০০৫ একর বা ০.৫০ শতক মধ্যে দরখাস্তকারিনী **অম্বিকা মিত্র** ও নাবালক **সংকেত মিত্র** প্রত্যেকে ১/২ অংশ করিয়া। ৭) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭০৬ "বাঁশবাগান" ০.০৩ একর বা ০৩ শতক মধ্যে দরখাস্তকারিনী **অম্বিকা মিত্র** ও নাবালক **সংকেত মিত্র** প্রত্যেকে ১/২ অংশ করিয়া। ৮) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭৫৩ শালি জমি ০.০৫ একর বা ০৫ শতক মধ্যে দরখাস্তকারিনী **অম্বিকা মিত্র** ও নাবালক **সংকেত মিত্র** প্রত্যেকে ১/২ অংশ করিয়া। ৯) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৯৯০ শালি জমি ০.০২৫ একর বা ২.৫ শতক মধ্যে দরখাস্তকারিনী **অম্বিকা মিত্র** ও নাবালক **সংকেত মিত্র** প্রত্যেকে ১/২ অংশ করিয়া। ১০) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৬৭৪/১২৯৪ "বাগান" জমি ০.০৪ একর বা ০৪ শতক মধ্যে দরখাস্তকারিনী **অম্বিকা মিত্র** ও নাবালক **সংকেত মিত্র** প্রত্যেকে ১/২ অংশ করিয়া।

দরখাস্তকারিনীর তরফে নিযুক্তীয় উকিল বাবু
বিশ্বনাথ দে, উকিল বাবু ,
ফোন নং- ৯০৩৩৬০৮৬৭

আদেশানুসারে,
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২ অগস্ট ২০২৬, ১৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, রবিবার

‘সব জায়গায় তোলাবাজি বন্ধ হয়েছে বললে ভুল হবে’, স্বীকারোক্তি শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে তোলাবাজির অভিযোগ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি বলে শনিবার কার্যত স্বীকার করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। যদিও এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, এই ধরনের অভিযোগের বিরুদ্ধে সরকার এবং দল, দুই স্তরেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আরও ১৫ দিন পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হবে বলেও শনিবার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন তিনি। কারা এই তোলাবাজি করছেন, সে কথাও জানিয়ে দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করছেন। শমীকের পাশাপাশি এদিন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষও তোলাবাজি নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন। তোলাবাজি বন্ধ করতে সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন দিলীপ।

শনিবার রাজারহাটের আইআইটি খড়গপুর রিসার্চ পার্কে আয়োজিত ‘উদ্যমী সমাগম’ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, আমি যদি দাবি করি, রাজ্যের সব জায়গায় তোলাবাজি বন্ধ করে দিতে পেরেছি, তাহলে সেটা ভুল বলা হবে। এখনও কিছু বিচ্যুতি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং সিন্ডিকেট সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। শুধু ক্ষমতার পরিবর্তন হলেই রাতারাতি সেই সংস্কৃতি বদলে যায় না। তিনি আরও বলেন, কেউ ৪ ঘণ্টার মধ্যে শাসকদলে যোগ দিয়ে ফেলেছেন। এবং আমাদের দলেরই কারও মধ্যে সুপ্ত কিছু বাসনা ছিল। যেগুলো অতৃপ্ত অবস্থায় এতদিন ছিল, সেগুলো এখন ফুটে বেরিয়েছে। সেও কারও কারও সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এটা অস্বীকার করলে মিথ্যাচার হবে। আমরা দলের পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার।

তিনি আরও বলেন, সমস্ত কিছুর সমাধান করা যায়নি। আমি যদি আমার দলের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে আপনাদের বলি, আমি সমস্ত জায়গায় তোলাবাজি বন্ধ করে দিতে পেরেছি, তাহলে ভুল বলছি। বিচ্যুতি আছে। একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মানুষ দীর্ঘদিন চলে গিয়েছে। একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, বদল হয়ে গিয়েছে, এমন নয়।

এরপরে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শমীক বলেন, দলে কেউ যোগ দেয়নি বা আমরা কাউকে গ্রহণ করিনি। কিছু মানুষ বিজেপির নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় তোলাবাজির চেষ্টা করছে। প্রশাসনিক স্তরে মুখ্যমন্ত্রী কঠোর পদক্ষেপ করছেন, আর সাংগঠনিকভাবে দলও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। দু-একটি জায়গায় বিচ্যুতি রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা দীর্ঘদিন চলতে দেওয়া হবে না। সরকারের নীতি জিরো টলারেন্স। আমরা আরও ১৫ দিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করব। তারপর কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা সবাই বুঝতে পারবেন।

শমীকের বক্তব্যকে সমর্থন করে এদিন দিলীপ ঘোষও বলেন, তোলাবাজি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে গিয়েছে। এই সংস্কৃতি রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। আমাদের কাছেও অভিযোগ এসেছে। এমনকী দলের কিছু কর্মীর বিরুদ্ধেও আমি নিজে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি। আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং তোলাবাজি-সিন্ডিকেট বন্ধ করা আমাদের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা তা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর, তবে কিছুটা সময় লাগবে।

তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে বলেন, যেখানে তোলাবাজির ঘটনা ঘটবে, সেখানে ভয় না পেয়ে প্রশাসন বা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। বিষয়টি চেপে রাখবেন না। সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পেলে এই অসুস্থ সংস্কৃতি দ্রুত বন্ধ করা সম্ভব হবে। আমরা আপনাদের পাশে রয়েছি।

বরানগরে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দুই খুদে পড়ুয়ার

বেপরোয়া যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে এআই প্রযুক্তি চালু হচ্ছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার সাতসকালেই ঘটে গেল মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। স্কুলে যাওয়ার পথেই প্রাণ গেল খুদে দুই পড়ুয়ার। বরানগরের অনন্যা সিনেমা হল সংলগ্ন বিটি রোডে ঘটে এই দুর্ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই এদিন সকালে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকার বাসিন্দা অভিষেক সাউ তাঁর দুই সন্তান মেয়ে আরাধ্যা সাউ (৯) ও ছেলে আরভ সাউ (৬)-কে নিয়ে স্কুটিতে চাপিয়ে ডানলপে খালসা মডেল স্কুলে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, রাস্তার ধারে স্টোনচিপস ফেলে রাখা ছিল। সেই স্টোনচিপস এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে স্কুটিটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। সেইসময় উল্টোদিক থেকে আসা একটি বেপোরোয়া ট্রাকের সঙ্গে স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে দুই খুদে পড়ুয়া স্কুটি থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে।

ঘটনাস্থলেই দুই খুদে পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুই শিশুর মাথায় হেলমেট ছিল না। তবে তারা রেইনকোট পরা অবস্থায় ছিল। বরানগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালক-সহ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে। যদিও রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী বেপোরোয়া যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছেন। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের তিনি জানান, স্বয়ংক্রিয় সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে যানবাহনের গতিবিধি নজরদারি করা হবে। তাছাড়া বেপোরোয়া যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে এআই প্রযুক্তি খুব শীঘ্রই চালু করা হচ্ছে। মদ্যপ অবস্থায় কিংবা রেষারেষি করে গাড়ি চালালে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে তা শনাক্তকরণ করা যাবে।

চন্দ্রনাথ রথ হত্যা মামলায় বড় মোড়, ‘মূল চক্রী’ সন্দেহে দুই ভাই গ্রেপ্তার

ভোটের আগেই খুনের ছক, তদন্তে সিবিআই

দেবাশিস দে

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যা মামলার তদন্তে বড় অগ্রগতি ঘটল। শুক্রবার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর সাগর সোনকর ও সাহেব সোনকর নামে দুই সহোদরকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)। তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, এর আগে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের অধিকাংশই শার্প শুটার বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় থাকলেও, সদ্য গ্রেপ্তার হওয়া এই দুই ভাই গোটা হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার অন্যতম মূল চক্রী হতে পারেন।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দ্রনাথ রথকে হত্যার ছক ২০২৫ সাল থেকেই কষা হচ্ছিল। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগেই পরিকল্পনার নীলনকশা তৈরি করা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। অভিযোগ, ভাড়াটে শুটার জোগাড়, রেইকি, অস্ত্র ও অন্যান্য রসদের ব্যবস্থা, অর্থের জোগান এবং গোটা অপারেশনের সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সাগর ও সাহেব সোনকরের। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত দুই ভাই ২০২০ সালে বিজেপিতে যোগ দিলেও তার আগে তারা জোড়াসাঁকো এলাকার এক তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। পাশাপাশি, চন্দ্রনাথ রথের সঙ্গেও তাঁদের পূর্বপরিচয় ছিল। তবে কী কারণে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

সিবিআইয়ের হাতে এমন তথ্যও এসেছে যে, সাগর সোনকর নিয়মিত একটি ল্যান্ডলাইন নম্বরের মাধ্যমে কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তদন্তকারীদের সন্দেহ, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শিবিরের কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা নেতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকতে পারে। যদিও সেই যোগাযোগ কার সঙ্গে ছিল, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে নতুন নতুন তথ্য। তবে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের প্রকৃত উৎস, সেই অর্থের জোগানদাতা এবং সম্ভাব্য নেপথ্য নির্দেশদাতাদের পরিচয় এখনও সিবিআইয়ের কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই আর্থিক লেনদেনের উৎস উদ্ঘাটন করতে পারলেই গোটা হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আরও স্পষ্ট চিত্র সামনে আসতে পারে। তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে এই আর্থিক লেনদেনের শৃঙ্খল ভেঙে প্রকৃত মাস্টারমাইন্ডদের চিহ্নিত করাই সিবিআইয়ের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে এবং প্রথমবার ক্ষমতায় আসে বিজেপি। সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম যখন রাজনৈতিক মহলে জোরালোভাবে আলোচিত হচ্ছিল, ঠিক তার দু’দিন পর, ৬ মে রাতে মধ্যমগ্রামে নিজের আবাসনের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন তাঁর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। বাইকে করে এসে আততায়ীরা খুব কাছ থেকে গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এই হত্যাকাণ্ড ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং পরে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এই মামলায় ইতিমধ্যেই মনু সিংহ, রাজ সিংহ, গোলু সিংহ, ময়াঙ্করাজ মিশ্র, ভিকি মৌর্য, নবীনকুমার সিংহ-সহ একাধিক শার্প শুটার ও সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া বিনয় রায়, সঞ্জয় রায় এবং বিকাশ মিশ্রকেও গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। তদন্তকারীদের আশা, সদ্য গ্রেপ্তার দুই ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অর্থের উৎস, পরিকল্পনার নেপথ্যে থাকা ব্যক্তিদের পরিচয় এবং হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে।

মেডিক্যাল সার্ভিসেস পরীক্ষার্থীদের জন্য আজ চলবে মেট্রো, ব্লু ও গ্রিন লাইনে বিশেষ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিসেস পরীক্ষা, ২০২৬-এ অংশ নিতে যাওয়া পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আজ ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে নির্ধারিত সময়ের আগেই মেট্রো পরিষেবা চালু করছে কলকাতা মেট্রো। এই প্রসঙ্গে নির্দেশিকা জারি করে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিসেস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ২ অগস্ট, রবিবার ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে সকাল ৭টা থেকেই মেট্রো পরিষেবা চালু করা হবে। সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে। এরপর সকাল ৯টা থেকে নিয়মিত রবিবারের সময়সূচি অনুযায়ী পরিষেবা পরিচালিত হবে।

আজ ব্লু লাইনে প্রথম ট্রেন সকাল ৭টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম ও মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে ছাড়বে। এছাড়া দমদম থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের উদ্দেশে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৭টা ৫ মিনিটে। সাধারণত রবিবার এই পরিষেবা সকাল ৯টার পর শুরু হয়। এছাড়াও গ্রিন লাইনে আজ সকাল ৭টায় প্রথম ট্রেন হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের উদ্দেশে এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের উদ্দেশে সকাল ৭টা ২ মিনিটে ছাড়বে। এখানেও সাধারণ রবিবারের তুলনায় দু’ঘণ্টা আগে পরিষেবা শুরু হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

ইয়েলো লাইনে রবিবারের স্বাভাবিক পরিষেবাই থাকবে। তবে জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রথম সরাসরি মেট্রো সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটের বদলে দুপুর ১২টা ৪২ মিনিটে চলবে। অন্যদিকে, রবিবার হওয়ায় অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে।

শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বর যাওয়ার জন্য ভক্তরা দক্ষিণেশ্বরে আদলে বাঁক তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছে। রেড রোড ও মেয়ো রোডের সংযোগস্থলে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

জিপিএফে সুদের হার অপরিবর্তিত, ৭.১ শতাংশেই ভরসা রাজ্যের সরকারি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সরকারি কর্মী, বিশেষ করে স্কুলশিক্ষকদের জন্য জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড (জিপিএফ)-এর সুদের হার ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২৮ জুলাই জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অর্থ দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জিপিএফ-সহ বিভিন্ন প্রভিডেন্ট ফান্ডে বার্ষিক ৭.১ শতাংশ হারে সুদ বহাল থাকবে।

ওই সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই হার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাশাপাশি কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ), বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদিত অন্যান্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে।

এর ফলে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে জিপিএফে সুদের হারে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। সেই সঙ্গে সরকারি কর্মীদের বেতন থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে অর্থ কাটা হয়, তার ক্ষেত্রেও নতুন কোনও সংশোধন থাকছে না।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কেন্দ্রীয় সরকারও একই সময়ের জন্য জিপিএফের সুদের হার ৭.১ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখেছে। পাশাপাশি পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ)-এর সুদের হারও একই রয়েছে। তবে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ)-এ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৮.২৫ শতাংশ হারে সুদ মিলছে। এক্ষেত্রে, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জিপিএফ সংক্রান্ত পরিষেবা এখন সম্পূর্ণ অনলাইন হওয়ায় দীর্ঘদিনের একাধিক সমস্যার সমাধান হয়েছে। ১৯৮৫ সাল থেকে চালু থাকা এই ব্যবস্থায় আগে বদলির সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড স্থানান্তরে জটিলতা তৈরি হত এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ সুদের সুবিধা মিলত না। অনলাইন প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় সেই সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে বলে শিক্ষা মহলের একাংশের অভিমত।

রাতেও মিলবে সরকারি বাস, হাসপাতাল ও রাতের শিফটের কর্মীদের স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাতের কলকাতায় গণপরিবহণ আরও সহজলভ্য করতে শনিবার থেকে নির্বাচিত কয়েকটি রুটে রাতের বাস পরিষেবা চালু করল রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। হাসপাতালের রোগী ও তাঁদের পরিজন, হাসপাতালের চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী, তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) ক্ষেত্রের কর্মী, বার ও রেস্তোরাঁর কর্মী-সহ রাতের শিফটে কাজ করা যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শনিবার রাত থেকেই কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার নির্দিষ্ট রুটে বাস চলাচলের সময় বাড়ানো হচ্ছে। নির্বাচিত রুটগুলিতে শেষ বাস রাত ১০টায় ছাড়বে। এর ফলে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে যাতায়াত আরও সহজ হবে বলে আশা প্রশাসনের।

ওই সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রোগী, তাঁদের পরিবারের সদস্য, হাসপাতালের কর্মী, আইটি সেক্টরের কর্মী, বার ও রেস্তোরাঁর কর্মী-সহ রাতের যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য গণপরিবহণ নিশ্চিত করতেই এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। পরিবহণদপ্তর সূত্রে আরও জানান হয়েছে, যাত্রীদের সাড়া নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যতে আরও পদক্ষেপ করে শহরের রাতের গণপরিবহণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে।

এই প্রসঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের বক্তব্য, প্রতিদিন বহু রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা গভীর রাতে বিভিন্ন জেলা থেকে ট্রেনে হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছন। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বা ভোরের আউটডোরে চিকিৎসার জন্য তাঁদের রাতেই শহরে আসতে হয়। এতদিন স্টেশন থেকে হাসপাতালে যাওয়ার বাস না পাওয়ার অভিযোগ ছিল। সেই সমস্যা দূর করতেই ট্রেনের সময়ের সঙ্গে মিল রেখে বাসের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে।

কলকাতার যে সকল রুটে মিলবে রাত ১০টার পরিষেবা—

ভিএস-২
হাওড়া স্টেশন, বিমানবন্দর,
রুট মেডিক্যাল কলেজ, সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক।
ই-৩২
হাওড়া স্টেশন, বারাকপুর।
রুট মেডিক্যাল কলেজ, আরজি কর।
এস-৭
হাওড়া স্টেশন , গড়িয়া।
রুট এসএসকেএম, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল, যাদবপুর।
এস-৫
হাওড়া স্টেশন, গড়িয়া।
রুট এসএসকেএম, ক্যানসার হাসপাতাল, বাঁশদ্রোণী, নাকতলা।
এস-১০এ
হাওড়া স্টেশন, বালিগঞ্জ
রুট বেলভিউ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান।
এস-৯এ
ডানলপ , বালিগঞ্জ
রুট আরজি কর, এনআরএস, আইএলএস, বেলভিউ।
টি-১৬
রাজাবাজার , মৌড়িগ্রাম
রুট এনআরএস, এসএসকেএম, আন্দুল রোড।
এস-৩০
উল্টোডাঙা (১৫ নম্বর) , ইকো স্পেস
রুট অ্যাপোলো, টাটা মেডিক্যাল সেন্টার
এস-২৪
হাওড়া স্টেশন, কামালগাজি
রুট এনআরএস, ন্যাশনাল মেডিক্যাল, ফোর্টিস, আর এন টেগোর, মেডিকা, পিয়ারলেস
এসি-৩৭
বারাসাত, গড়িয়া
রুট অ্যাপোলো, ফোর্টিস, আর এন টেগোর, মেডিকা, পিয়ারলেস।

এই প্রসঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের আশা, হাসপাতালমুখী যাত্রী, রাতের শিফটের কর্মী এবং দেরিতে ট্রেনে কলকাতায় পৌঁছনো সাধারণ মানুষ এই বর্ধিত বাস পরিষেবার ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবেন।

রবিদাস জয়ন্তীর মঞ্চে তৃণমূলকে নিশানা শমীকের, জঙ্গি দমন নিয়ে কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্ত শ্রী গুরু রবিদাসের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শনিবার গুরু রবিদাস সরণির শ্রীগুরু রবিদাস মন্দির থেকে আয়োজিত কলস যাত্রায় যোগ দিয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, জঙ্গি কার্যকলাপ এবং বিজেপির নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে সরব হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে তিনি সন্ত রবিদাসের জীবনদর্শন এবং ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করার ওপর জোর দেন।

শনিবারের অনুষ্ঠানে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, সারা দেশে সন্ত রবিদাসের জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন দেশের প্রকৃত ইতিহাসকে আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের কাছে সন্ত রবিদাস, গুরু তেগ বাহাদুর, গুরু গোবিন্দ সিং-সহ ভারতীয় মনীষীদের ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ধর্মীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। বিজেপিও সেই আদর্শ মেনেই কাজ করছে। এছাড়াও ভারতের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, দেশের অতীত ও পূর্বপুরুষদের অবদান জানার মধ্য দিয়েই শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলা সম্ভব। এদিন রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেন শমীক। সম্প্রতি বর্ধমানে জইশ-ই-মহম্মদের সন্দেহভাজন সদস্য গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গ টেনে শনিবার তিনি দাবি করেন, অতীতের সরকার পশ্চিমবঙ্গকে জঙ্গিদের ‘সেফ করিডোর’-এ পরিণত করেছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতি আর হতে দেবে না।

পাশাপাশি এদিন বিজেপির নাম ব্যবহার করে তোলাবাজির অভিযোগ সম্পর্কেও কড়া অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। শমীক বলেন, বাইরে থেকে এসে কেউ যদি বিজেপির নাম ব্যবহার করে তোলাবাজি করে, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্টদের ১৫ দিনের মধ্যে নিজেদের সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে। এরপরও অভিযোগ উঠলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। নতুন সরকারের আমলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এবং দলের ভাবমূর্তি রক্ষায় কোনওরকম আপস করা হবে না বলেও এ দিন স্পষ্ট বার্তা দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

গঙ্গাবক্ষ থেকে অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলনের অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অবশেষে পুলিশের জালে বালি মাফিয়া মনোজ দাস। নৈহাটি থানার পুলিশ শুক্রবার রাতে তৃণমূল সাংসদ ঘনিষ্ঠ বালি মাফিয়া মনোজ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ৫ জুলাই মনোজ দাসের বিরুদ্ধে ৩০৩ (২) এবং সেকশন ২১ মাইন্স এবং মিনারেলস ধারার মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মূলত, ধৃতের বিরুদ্ধে গঙ্গাবক্ষ থেকে অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে। তৃণমূল জমানায় শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হবার সুবাদে পুলিশ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই পুলিশের জালে বালি মাফিয়া মনোজ দাস। ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখবে। অপরদিকে বরানগরে গঙ্গাবক্ষ থেকে বেআইনিভাবে বালি চুরির অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতা অসীম হালদার ওরফে মন্টু। যদিও ধৃতের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বালি চুরির অভিযোগ ঠিক নয়। পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে খতিয়ে দেখবে গঙ্গাবক্ষ থেকে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলনে আরও কারা জড়িত আছে।

সম্পাদকীয়

আদালতের নির্দেশ অমান্য করে একুশের সভা, আরও বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল

আদালতের অনুমতি নিয়ে সভা। আর সেই সভা করতে গিয়ে ভাঙা হল আদালতেরই দেওয়া শর্ত। ফলে নতুন করে বিপাকে পড়ল কালীঘাট তৃণমূল শিবির। একুশে জুলাইয়ের সভা সংক্রান্ত মামলায় কালীঘাট তৃণমূলকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেছেন, ভবিষ্যতে আদালতের নির্দেশ না মানলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। কালীঘাট তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ একুশে জুলাই নিয়ে আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কালীঘাট তৃণমূলকে সতর্ক করে দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সভাস্থলে সেদিন পর্যাপ্ত পুলিশ ছিল। সভায় কর্মী, সমর্থকদের সংখ্যা আড়াই হাজারে বেঁধে দেওয়ার পরেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে সেই নির্দেশ মানা হয়নি। ফলে ক্যাথিড্রাল রোডের দুই পাশ ব্লক হয়ে যায়। অথচ একটি রাস্তা খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আদালতের তরফে। বাস্তবে তা মানা হয়নি বলে অভিযোগ। কলকাতা পুলিশের ওই রিপোর্ট দেখে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানান, ভবিষ্যতে আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হলে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আদালতের নির্দেশ অমান্য করার ঘটনা আর মেনে নেওয়া হবে না। এর আগে একুশে জুলাই সভার অনুমতি চেয়ে মামলা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করে তারা। সেই মামলাতেই রাজ্যের তরফে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে এমনই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। এই বিষয়ে আগেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, এভাবে সভা করা হলে তারাও ভবিষ্যতে অনুমতি দেওয়ার আগে দু'বার ভাববেন। তারপর আদালতের কড়া বার্তা। সবমিলিয়ে যা পরিস্থিতি, তাতে আগামীদিনে সভা। সমিতি করতে তৃণমূলকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে।আদালতের নির্দেশ অমান্য করে একুশের সভা, আরও বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল

শব্দছক ২৩২

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. ভান্ডার ২. ধর্মের কাব্যরূপ ৫. বনে জন্মায় যা ৬. চিন্তার উৎস ৭. বিপদ ৯. যার চেতনা লোপ পেয়েছে ১১. কলাগাছের পাতা ১৩. বিনা কপটতায় ১৬. যে মেঘে বৃষ্টি ঝরে ১৮. শ্বাস ১৯. কুঁড়ে ঘরের ছাওয়া মস্তক ২০. আত্মীয় ২২. মূল্য

ওপর-নিচ: ১. নির্দেশ করেন যিনি ২. ধন সম্বন্ধে সচেতন ৩. রৌপ্য ৪. মুখমন্ডল ৬. পৃথিবী ৮. শাল ইত্যাদি গাছের সরু গুড়ি ১০. জাহাজের চালক ১২. ঘুঙুর ১৩. অপ্রত্যাশিত ঘটনা ১৪. চরণ ১৫. এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি ১৬. বেশী কথা বলে যে ১৭. মণ্ড

সমাধান ২৩১ — পাশাপাশি: ১. অপজান ৪. মূক ৬. নাল ৭. ফটক ৯. জরা ১০. মকর ১১. তপ্তবালি ১২. আকবর ১৪. পিপাসু ১৫. ধর ১৬. মহিমা ১৭. ছাগ ১৮. কর্ণ ১৯. সমাপন

ওপর-নিচ: ১. অনাগত ২. পল ৩. নফরালি ৫. কদর ৮. কমলোকর ৯. জবাকুসুম ১২. আধমাস ১০. রক্ষীগণ ১৪. পিষ্ঠক ১৭. ছাপ

আজকের দিন

- **১৯৯০** — ইরাকি বাহিনী কুয়েত আক্রমণ করে, শুরু হয় পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ।
- **১৯৩৯** — আইনস্টাইন এবং লিও সিলার্ড, রুজভেল্টকে নাৎসি পারমাণবিক গবেষণা সম্পর্কে একটি সতর্কতামূলক চিঠি লিখেছিলেন, যার ফলস্বরূপ ম্যানহাটন প্রকল্প তৈরি হয়।

জন্মদিন

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

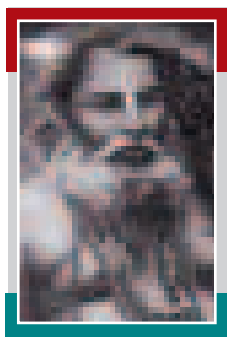

১৮৪১ হিন্দু গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মদিন।
১৯২৯ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিদ্যাচরণ শুক্লার জন্মদিন।
১৯৫৬ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজয় রূপানির জন্মদিন।

তসলিমা নাসরিন

বাঙালি জাতির এক গৌরব, প্রতিবাদী বাংলার অহঙ্কার

স্বপনকুমার মণ্ডল

২০০৭-এর ২২ নভেম্বর,তাঁর প্রিয় শহর ছেড়ে যাওয়ার নতুন করে নির্বাসিত হওয়ার দিন।তার পর বয়ে গেছে প্রায় উনিশটি বছর। ১৮ বছর ৮ মাস ১০ দিন পর আবার কলকাতায় ফিরে আসা। হঠাৎ করে আবার সেই তাঁর প্রিয় শহর যেখানে তিনি দীর্ঘ একদশক ইউরোপের দেশে দেশে ছিন্নমূল জীবন কাটিয়ে এসে নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন , মৃত্যুর পরোয়ানা মাথায় নিয়ে নির্বাসিত জীবনেও যার হাতছানি তাঁকে স্বদেশহারানোর বিচ্ছেদবিরহকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে অবিরত, সেই কলকাতায় ১আগস্টে রাজ্য সরকারের সহযোগিতার দুটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার আমন্ত্রণে ফিরে আসার বার্তা স্বাভাবিক ভাবেই সংবাদ মাধ্যমে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি যে জীবদ্দশাতেই জীবন্ত কিংবদন্তী, মৌলবাদীদের আতঙ্ক, প্রশাসকের কাছে চূড়ান্ত স্পর্শকাতর ও অস্বস্তিকর একটি নাম।তিনি তসলিমা নাসরিন(জন্ম ১৯৬২-র ২৫ আগস্ট) মৃত্যুর পরোয়ানাকে মাথায় নিয়েও অপরাজেয় জীবনযোদ্ধা।

ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন জীবনসংগ্রাম তাঁর জীবনের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বেঁচে থাকার নিরাপত্তাই শুধু কেড়ে নেয়নি, দেশছাড়া করে দেশান্তরিত করেছে । শুধুই তাই নয়, তাঁর অকৃত্রিম ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাকামী ভয়ডরহীন দুঃসাহসীঞপ্রকৃতিই তাঁকে জনবিচ্ছিন্ন আতঙ্কের শিকার করে তুলেছে অবিরত। তাঁর পাশে দাঁড়ানো মানেই মৌলবাদীদের রক্তচক্ষুর শিকার হয়ে ওঠা,তাঁকে সমর্থন মানেই শয়তানের দোসর। এজন্য তাঁর বই নিষিদ্ধ করতে হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বজায় রাখার দোহাই দিয়ে,শেষে তাঁকেও নিষিদ্ধ করা হয় মৌলবাদীদের আতঙ্কে।

সর্বত্র তাঁর একক লড়াই, একাকী যোদ্ধা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বা তাঁকে সমর্থন জানিয়ে সহমর্মিতার প্রকাশ করতে না পারাও তসলিমা নাসরিনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে নিরন্তর। সেক্ষেত্রে তাঁর নামটিই ছাপোষা জীবনপ্রেমিক বাঙালির কাছে আতঙ্কের, শোনামাত্রই মৌলবাদীদের রক্তচক্ষু সামনে এসে দাঁড়ায়। সেখানে ধর্মের দেশে তিনি চূড়ান্ত অধার্মিক ও ধর্মবিদ্বেষী, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিঘ্নকারী। সেক্ষেত্রে তাঁর দুর্বিষহ একক লড়াইই আজ অসংখ্য মানুষের মূক মুখে ভাষা জুগিয়ে চলেছে, অগণিত মানুষের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়ে উঠেছে, মৌলবাদী জেহাদির বিরুদ্ধেই জোরাল ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক মুখে পরিণত হয়েছে। সেই মুখই মানবতার নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে অবিরত।

তাঁর নামটিই আজ অসহায়ের বরাভয়,ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের ত্রাস। বাঙালি মেয়েটিই আজ বিশ্বের বলিষ্ঠ নারীকণ্ঠ থেকে প্রতিবাদী মানবতাবাদী লেখিকা। এজন্য তাঁর উনিশ বছর পরে কলকাতায় ফেরার মধ্যে যুদ্ধজয় করে দেশে ফেরার আলো ছড়িয়ে পড়ে, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের মনের গোপন আনন্দও বাইরে এসে স্বস্তির শ্বাস ফেলে। অথচ তার পরেও তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে আতঙ্কের চোরা স্রোত মুখের হাসিকে ম্লান করে দেয়,উদাসীনতার আড়াল খোঁজে।

আসলে আজও তসলিমা নাসরিন পাশে দাঁড়ানোর আতঙ্ক, তাঁকে সমর্থনের দৃঢ়তার অভাব অত্যন্ত প্রকট। কলকাতায় এ বার রবীন্দ্র সদনে দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আমন্ত্রণে তাঁর সংবর্ধনা প্রদানের অনুষ্ঠানে আসার খবর রাজ্য সরকারের সদর্থক সক্রিয় ভূমিকায় সংবাদ মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও তাঁকে আবার ফিরে পাওয়ার উচ্ছ্বাস সেভাবে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও নেই। সর্বত্র চাপা হাসি মাপা কান্নার অদ্ভুত নীরবতা ও উদাসীন চোখে দেখার প্রয়াস। প্রত্যেকের মধ্যেই অজানা আশঙ্কার চাপা উত্তেজনা।

যেখানে ঘরের মেয়েকে পর করে দেওয়াই শ্রেয় মনে হয়,সেখানে তা নিয়ে মায়া বাড়ানোর চেয়ে দূরত্ব বজায় রাখা দস্তুর হয়ে ওঠে। সেই দূরত্বেই আবার তসলিমা নাসরিনের অসাধারণত্ব প্রতীয়মান। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করেই তাঁর বিস্তার আজ বিস্ময়কর। অথচ তাঁর স্বেচ্ছায় স্বদেশেই নির্বাসিত হওয়া থেকে মৌলবাদীদের মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে দেশান্তরে বেঁচে থাকার লড়াইই শুধু নয়, আপসহীন ভাবে ধর্মের দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর জীবনকে সক্রিয় রাখার প্রাণপণ প্রয়াসও তাঁকে অনন্য সাধারণ জনপ্রিয়তা দান করেছে।

যা অন্যের কাছে দাসত্বেই রাজত্ব,তাই তাঁর কাছে সেইণরাজত্বেই দাসত্ব মনে হয়েছে। এজন্য অনেকেই আজ তাঁর মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বা খুঁজে ফেরার গর্ব অনুভব করে। অথচ তাঁর পথ কত আতঙ্কমুখর ছিল, তাঁর ফেলা আসা কণ্ঠকিত নির্জন পথটিই আজ ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী। স্মৃতির জীবনের বিস্মৃতির ফাঁকেও কত অবিস্মরণীয় স্মৃতি জেগে থাকে, কত অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রকাশের আলো খুঁজে পেতে চায়,কত আতঙ্কিত পথের কথা ফিরে ফিরে আসে,তার ইয়ত্তা নেই। তসলিমার নির্বাসিত ছিন্নমূল জীবনের পরতে পরতে সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতি, অব্যক্ত যন্ত্রণা ও আতঙ্কিত পথের কথা জনমানসেও ছড়িয়ে পড়ে । তাঁর অসহায় আতঙ্কিত জীবনের কথাই সাধারণ মানুষকে শুধুই আকৃষ্ট করেনি,আতঙ্কিতও রেখেছে অবিরত।

২০০৬-এ কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যুর তাঁকে নিয়ে একটি লেখায় তসলিমা নাসরিনের কথাও উঠে আসে। শামসুর রাহমান ধর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন প্রকট নাস্তিক। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মৌলবাদীদের বিরুদ্ধেই তাঁর শানিত কলম তরবারি হয়ে ওঠে। তসলিমার প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ও নিবিড় সমর্থন ছিল আজীবন। পুরুষশাসিত বৈষম্যপীড়িত সমাজে নারীদের দুর্বিষহ জীবনের কথা লিখে মৌলবাদীদের পুরুষতন্ত্রের রোষানলে পড়ার সময় শামসুর রাহমান 'তাঁর কলমের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক' শিরোনামে একটি জাতীয় দৈনিকে কলাম লিখে ক্ষতবিক্ষত তসলিমাকে উপশম দিয়েছিলেন।

তসলিমার পঞ্চম উপন্যাস 'লজ্জা'(১৯৯৩) সে দেশে নিষিদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে শামসুর রাহমান তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শুধুই তাই নয়, মৌলবাদীদের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে যখন তসলিমা ১৯৯৪-এর মে মাসে দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি সাক্ষাৎকারে ইসলামী ধর্মীয় আইন শরীয়ার অবলুপ্তি করে কোরআন সংশোধনের কথা বলে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের রোষানলে পড়ে দুইমাস আত্মগোপন করে ছিলেন, তখনও তাঁর খোঁজখবর রাখতেন উদ্বিগ্ন শামসুর রাহমান।

এমনকি, বিপদের ঝুঁকি নিয়েই তিনি একবার তসলিমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। অন্যদিকে প্রাণের দায়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত তসলিমার সঙ্গে ২০০০ সালে প্যারিসে গিয়ে দেখাও করেছিলেন বর্ষীয়ান কবি। সেকথা আমার লেখায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত হলে আমার শ্বশুরমশাইয়ের চোখেমুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, আমাকে যেভাবে সতর্ক করেছিলেন সেদিন,তার মধ্যেও মৌলবাদীদের রক্তচক্ষু বেরিয়ে এসেছিল। অথচ মৌলবাদীদের প্রাণঘাতী হিংস্র আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য দেশত্যাগ করলেও লিঙ্গ সাম্য,মুক্তচিন্তা তথা মত প্রকাশের স্বাধীনতা,ধর্মীয় ঐশ্বরিকতাবিমুখ মানবিকতা এবং ধর্মান্ধ মৌলবাদের বিরুদ্ধে তাঁর আদর্শনিষ্ঠ মূল্যবোধ থেকে তিনি কখনওই সরে আসেননি,বরং মৃত্যুকে জীবনের ভৃত্য বানিয়ে একের পর এক ঘর পাল্টালেও মনের ঘরে অকুতোভয় একাকী যোদ্ধার একক লড়াই কখনওই থেমে যায়নি।

অবিরত জীবনসংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তাঁর নাছোড় মনোবৃত্তি শোষিত-শাসিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পথ বদলে গেলেও তাঁর প্রতিবাদী মতাদর্শ অবিচল থেকেছে অবিরত। সেখানেই তাঁর উৎকর্ষ ও উত্তরণ বাঙালির গৌরব হয়ে উঠেছে। এপার-ওপার দুই বাংলা থেকে নির্বাসিত হলেও তসলিমা নাসরিনই বাঙালির পুরুষশাসিত সমাজে নারীবিশ্বের সবচেয়ে জোরাল এবং আলোড়িত প্রতিবাদী নারীকণ্ঠ যা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানেই তিনিই অদ্বিতীয় রোল মডেল।

অন্যদিকে সারা বিশ্বের ধর্মীয় বিদ্বেষে শোষিত-শাসিত অসহায় মানুষের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে তাঁর মানবিক মুখ ও প্রতিবাদী কণ্ঠ অনেকের আশা ভরসার বাতিঘর হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে তসলিমার সাহিত্যচর্চাও তাঁর লক্ষ্যভেদী মতাদর্শের ধারক-বাহক । আর তার বিস্তারে কলকাতার যোগ অত্যন্ত সুনিবিড়।

দুই বাংলা তাঁকে নির্বাসিত করলেও এপার বাংলার সমাদর ও বছর তিনেকের আশ্রয় তাঁর বিস্তারের পথকে সুগম করে তোলে। সেখানের ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হাত থেকে বাঁচানোর প্রাণান্তকর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পাশে এপার বাংলার সম্মান ও সমাদরও তসলিমা নাসরিনের জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁকে আশ্রয়হীন করলেও যোগ্য সমাদরও করেছিল এপার বাংলা। ওপার বাংলা তাঁকে শুধু নির্বাসিত করেনি, তাঁর লেখকসত্তাকেও নিঃস্ব করে দিতে চেয়েছিল। সেখানে এপার বাংলা তাঁকে শুধু আপন করেনি,তাঁর যোগ্যতাকে কুর্নিশ জানিয়েছে বারবার। শুধু তাই নয়, তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান ও স্বীকৃতি জানিয়ে জীবনসংগ্রামে এগিয়ে দিয়েছে অবিরাম।

লড়াই করার জন্য আত্মবিশ্বাস জরুরি, আরো জরুরি আত্মপ্রতিষ্ঠা। সেখানে লেখক হিসেবে তসলিমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা করেছে এপার বাংলার রাজধানী কলকাতাই। ১৯৯০-এ তসলিমা নাসরিন যখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীদের সমান অধিকারে সপক্ষে সাপ্তাহিক 'খবরের কাগজ'-এ লেখা শুরু করেন,তখন তাঁর কাব্যে ও প্রবন্ধে তার পরিচয় মূর্ত হয়ে ওঠায় ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের আক্রমণ নেমে আসে। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন 'নির্বাচিত কলাম'-এর জন্য ১৯৯৩-এ আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁকে স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে চলার সাহস জুগিয়েছে।

অন্যদিকে ধর্মীয় ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি দেশ থেকে সময়ান্তরে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠলেও ধর্মান্ধতা বা ধর্মীয় বিদ্বেষ আরো উগ্র রূপ লাভ করে। সেখানে সমাধানই সমস্যায় পরিণত হয়ে আরো ভয়ঙ্কর রূপে ফিরে আসে ।

যার ফলে একদেশে ধর্মীয় আঘাতই পাশের দেশে প্রত্যাঘাতে অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৯২-এব ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রভাবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে আসে। তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশের সেই প্রেক্ষিতে একটি নির্যাতিত হিন্দু পরিবারের কথা তাঁর পঞ্চম উপন্যাস 'লজ্জা'য় (১৯৯৩) তুলে ধরায় স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের শিকার হয়ে ওঠেন। সেক্ষেত্রে তসলিমার ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক মুখ যখন বাংলার মুখে এঁটে বসে, তখন তাঁর প্রতি এপার বাংলা থেকে নিবিড় সমর্থন বা সহযোগিতার না মিললেও তাঁর সমাদরের অভাব ঘটেনি।

যত দিন এগিয়েছে,ততই তসলিমার বলিষ্ঠ লেখনী মৌলবাদীদের বৈষম্যপীড়িত মানবতাবিদ্বেষী ভয়ঙ্কর মুখোশকে নগ্ন করে দেখানোর প্রতি সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে তাঁর ফেসবুক পোস্টেও তাঁর সেই প্রতিবাদী সংহারমূর্তিতে অভয় মন্ত্র জাগিয়ে তোলে। অন্য দিকে তাঁর আত্মজীবনীও মৌলবাদীদের ঘুম কেড়ে নিয়ে আরো আতঙ্কিত করে তোলে। এজন্য তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড 'আমার মেয়েবেলা'তে(১৯৯৯) ইসলাম ও মোহাম্মদকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য থাকায় সেটি ওপার বাংলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও এপার বাংলায় বইটির জন্যই তসলিমার দ্বিতীয় বার মহার্ঘ আনন্দ পুরস্কার (২০০০) লাভ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বইটিতে তসলিমা অকপট আত্মকথায় তাঁর বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন সবার ক্ষেত্রেই দ্বিধাহীন সত্য প্রকাশ বিস্ময়কর। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠে বাবার পুরুষালী কণ্ঠের অকপট আত্মসচেতনতাও সমীহ আদায় করে নেয়। অন্যদিকে একের পর এক আত্মজীবনীর খণ্ডগুলি প্রকাশমাত্রেই বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হলেও কলকাতায় প্রকাশের আলো খুঁজে পায়।

আর সেখানেই তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড কলকাতায় 'দ্বিখণ্ডিত' (২০০৩)নামে প্রকাশিত হলে মৌলবাদীদের আতঙ্কে বইটি রাজ্য সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় এবং ২০০৫ এ মহামান্য হাই কোর্ট থেকে তা মুক্ত হয়। অর্থাৎ এপার বাংলার মৌলবাদীদের আতঙ্ক থাকলেও সম্মান ও সমাদরও ছিল এবং এখনও আছে।

২০০৭-এর ২১ নভেম্বর উগ্র মৌলবাদী জঙ্গীদের দাঙ্গায় আতঙ্কিত রাজ্য সরকার তাঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির মানসে তাঁর সাধের আসন ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর বইপত্র ও লেখালেখি এপার বাংলা বিপুল জনপ্রিয়তায় সমাদৃত হয়।

কলকাতার সমাদরই যেমন তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছে, তেমনই বাঙালির গৌরব ও বাংলার অহঙ্কারকে আপন করে নিতেও উদার হাতছানি সদা সক্রিয়। এজন্যই তসলিমা ২০০৪-এ ভারতে থাকার জন্য ক্ষণস্থায়ী অনুমতি পেলেই কলকাতাকেই বেছে নেন। কলকাতা থেকে নির্বাসিত হওয়ার পরেও দীর্ঘদিন তাঁর ফিরে আসার সুযোগের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন তিনি ঘরভাড়া রেখেছিলেন।

আসলে দেশ হারিয়ে কলকাতাতেই তাঁর স্বদেশ খুঁজে পেয়েছিলাম তসলিমা। ছিন্নবিচ্ছিন্ন অস্থির জীবনে ভেসে বেড়ালেও তাঁর মনের ঘরে তিনি তো কলকাতাবাসী। এজন্য তাঁকে কলকাতার আমন্ত্রিত অতিথি করা বা সংবর্ধনা জানানোই যথেষ্ট নয়,তাঁকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করে কলকাতার স্থায়ী অধিবাসী করা জরুরি। তাতে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত আরো মহিমান্বিত হবে, ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিসত্তা আবার জয়ী হবে, তসলিমা নাসরিনও তাঁর হৃত বাংলাকে ফিরে পাবে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কোট-আনকোট

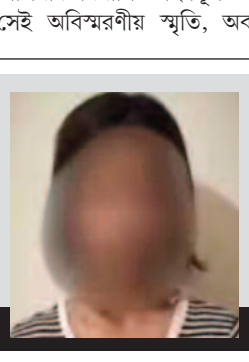

আমি গোটা দেশের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি লজ্জিত। নিজের দিকে তাকাতে পারছি না। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।

যন্তর মন্তরে মোদীকে গালাগাল করে ক্ষমাপ্রার্থনা তরুণীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শিল্প প্রতিমন্ত্রীর কাছে কারখানা বাঁচানোর কাতর আর্জি শ্রমিকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: 'কারখানাটা বাঁচান। বাচ্চাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে। ঘর, সংসার, চিকিৎসা,বাচ্চাদের পড়াশোনা সবটাই এই কারখানার ওপর নির্ভরশীল।' শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের সামনে এভাবেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বিষ্ণুপুরের দ্বারিকা শিল্পতালুকের টাটা স্টিল কারখানার শ্রমিকরা। এই কারখানা তাদের আয়ের একমাত্র উৎস। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রাতে ঘুম হয় না। রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে হাতজোড় করে কাতর মিনতি করেন শ্রমিকরা। অন্যদিকে শিল্প প্রতিমন্ত্রী তাদের আশ্বস্ত করে বলেন যে কারখানা চালু রাখা ও কর্মসংস্থানের প্রসার ও সুরক্ষায় রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে। এটাই বর্তমান রাজ্য সরকারের নীতি।শুক্রবার বিষ্ণুপুর শহর সংলগ্ন দ্বারিকাশিল্পতালুক পরিদর্শনে আসেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক শুক্লা চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা ও মহকুমা প্রশাসন, শিল্প দপ্তর ও পুলিশ আধিকারিকরা। দ্বারিকা শিল্পতালুকের বিভিন্ন কারখানার কর্তৃপক্ষ ও শিল্প সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিধানসভার বাদল অধিবেশনে বিষ্ণুপুরের বিধায়ক শুক্লা চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন যে দ্বারিকা শিল্পতালুকে একসময় প্রায় ১৮টি কারখানা চালু ছিল। তৃণমূল সরকারের আমলে সিন্ডিকেট রাজ, কাটমানি ও স্থানীয় দাপুটে নেতাদের তোলাবাজির জেরে অধিকাংশ শিল্প একে একে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই অভিযোগ শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিল্পাঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বিষ্ণুপুর আসেন। এদিন শিল্পাঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েএক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, যে টাটা স্টিল সহ চালু কারখানাগুলিকে কীভাবে সচল রাখা এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলির ফের চালু করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এসময় প্রতিমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে কাতর আর্জি জানান শ্রমিকরা। তাদের আশ্বাস দেন প্রতিমন্ত্রী। এই আশ্বাসের পর টাটা স্টিল-সহ ধুঁকতে থাকা বা বন্ধ থাকা কারখানাগুলি ফের চালু হবে বলে মনে করছেন তারা। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, সম্প্রতি পশ্চিমাঞ্চল চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষ থেকে দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলের হাল ফেরাতে রাজ্য সরকারের কাছে বিশদ প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সম্প্রতি নবান্নে অর্থ দফতরে উদ্যোগে রাজ্যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে আলোচনার জন্য জেলাগুলির শিল্পমহলের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাব প্রশাসনের মাধ্যমে চেয়ে পাঠানো হয়ে ছিল। বাঁকুড়া জেলার শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নে ১২টি প্রস্তাব জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছে পশ্চিমাঞ্চল চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ। সেই প্রস্তাবগুলির মধ্যে দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলের হাল ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, বিষ্ণুপুর- দুর্গাপুর ও বর্ধমান রাস্তার ওপর এই শিল্পাঞ্চল। এই এলাকার পাশেই রয়েছে আরামবাগ, ডানকুনি, হাওড়া, কলকাতা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও খড়্গপুর যাওয়ার সংযোগকারী রাস্তা। ফলে দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে বর্ধমান, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর ও খড়্গপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার সুযোগ রয়েছে। ফলে দ্বারিকা-সহ এই শিল্পাঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর গড়ে তোলাও সম্ভব। এতে বর্তমানে চালু থাকা শিল্প সংস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি বন্ধ হয়ে পড়া সংস্থাগুলি ফের খোলা এবং নতুন শিল্প আসার সুযোগ গড়ে উঠবে। এতে তৈরি হবে কর্মসংস্থান। বাঁকুড়ার আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। তাদের আরও দাবি ওই শিল্পাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জোগান দিতে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সাবস্টেশন রয়েছে। সেই সাবস্টেশনের পরিষেবা ও মানোন্নয়ন করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখতেডিভিসির বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া এলাকায় শ্রমিকেরও সুযোগ রয়েছে। দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলের হাল ফেরাতে এভাবেই সুযোগ ও সম্ভাবনার কথা বিশদে তুলে ধরে এই আবেদন রেখেছে শিল্পমহল। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বাম আমলে দ্বারিকা- গোঁসাইপুর পঞ্চায়েতের ১৭৩ একর জমি নিয়ে গড়ে ওঠে এই শিল্প তালুক। এই তালুকে শিল্প গড়লে বিদ্যুতে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল রাজ্য সরকার। এই ঘোষনায় ১৮ শিল্প সংস্থা এগিয়ে আসে। প্রচুর শ্রমিক কাজ পান। এলাকা দোকান ও বাজারে ভরে ওঠে। বাড়ি ভাড়া চাহিদা বাড়ে। বাসগুলিও শ্রমিকদের আসা যাওয়ায় খুশি। এই রমরমা অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। রাজ্য সরকার বিদ্যুতের ওপর শিল্প সংস্থা গুলিকে দেওয়া ভর্তুকি তুলে দেয়। এতে কয়েকটি শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে যায়। সেসময় রমরমিয়ে চলা ৩টি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা দূষনের দায়ে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া আরও দুটি কারখানা বিরুদ্ধে দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ ছিল। সেসময় পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ নির্বাচিত বাঁকুড়ার কনভেনর এনজিও মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস শিল্প সংস্থাগুলির দূষণ নিয়ন্ত্রণে তাদের পাশে দাঁড়ায়। এই যৌথ উদ্যোগে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে ফের চালু করতে উদ্যোগ নিয়েছিল সংস্থাগুলি। এসময় সরকার বদল হয়। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর সব থেমে যায়। ফের সরকার বদলের পর শিল্প সংগঠন এবং স্থানীয় বিধায়ক এই শিল্পাঞ্চল ফের বাঁচাতে সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। সেই দাবিকে মান্যতা দিতে শিল্প প্রতিমন্ত্রীর এই পরিদর্শন ও বৈঠক। অন্যদিকে গোপালপুর, দ্বারিকা, অবন্তিকা,ভাটরা, জয়কৃষ্ণপুর, ডিহর, পাত্রবাগড়া, কাঁকিলা ইত্যাদি বিস্তীর্ন এলাকার বাসিন্দারাও চাইছেন ফের শিল্পের হাল ফিরুক দ্বারিকায়।

গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাসে সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাসে সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য অভিযোগকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ালো। আর এই ঘটনায় শনিবার সকাল থেকেই বেসরকারি বাস বন্ধ রেখেই প্রতিবাদে সোচ্চার হন গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাসের চালক, খালাসিরা। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের নাম করে তোলাবাজি, হুমকি এবং চালকদের মারধর করা হয়েছে। তাই এদিন প্রতিবাদে কয়েক ঘন্টার জন্য মালদা জেলার সমস্ত রুটে বাস চলাচল বন্ধ রেখে গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সংশ্লিষ্ট বাস টার্মিনাসের চালক ও খালাসিরা। গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাসের চালকদের অভিযোগ, তাঁদের কাছ থেকে তোলার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় মজদুর সংঘের নাম করে এই তোলাবাজি করা হচ্ছে।

প্রতিবাদ করলে তাঁদের মারধর করা হচ্ছে। ঠিক একইরকম ভাবে রাত হলে সমাজ বিরোধীদের আখড়া বসছে। এই পরিস্থিতিতে আজ তারা গাড়ি বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখান। গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাস সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা থেকে প্রতিদিন বহরমপুর , রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি ছাড়াও জেলার বিভিন্ন পকেট রুটেও প্রায় ৩৫০ বেসরকারি বাস চলাচল করে। বিগত দিনে এই গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাসের নিয়ন্ত্রণ ছিল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসির হাতে। কিন্তু সরকারের ক্ষমতার বদল হওয়ার পর হতেই এখন আর সেই সংগঠন এখানে আর নেই। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই একদল দুষ্কৃতী এরকম ভাবেই দাপট দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ। গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাস চালক শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সুশান্ত তলাপাত্র বলেন, 'এক সময় এখানে তৃণমূলের সংগঠন ছিল। কিন্তু সরকার বদল হতেই আর সেই সংগঠন এখন নেই। এরই মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের নাম করেই গোপাল রায়, সৌমেন সরকার, অর্জুন ঘোষ, জহর মণ্ডলদের মতো একদল মাতব্বররা এখানে অত্যাচার চালাচ্ছে। বাস চালক খালাসিদের কাছ থেকে জোর করে টাকা ছিনতাই করা হচ্ছে। এইসব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সকাল থেকেই বেসরকারি বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল।' এদিকে যাদের নাম দিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ঘটনার পর থেকে তারা অবশ্য গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এব্যাপারে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের মালদা জেলার সম্পাদক সুমিত মিত্র জানিয়েছেন, 'গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাসে তাঁদের কোনও সংগঠন নেই। যদি কেউ ওই সংগঠনের নাম করে তোলাবাজি এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম করলে পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাব।'

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

কাঠগড়ায় মালদা মেডিক্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠল মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক ও নার্সের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতের এই ঘটনায় কার্যত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে পুরো বিষয়টি নিয়ে মৃত মহিলা রোগীর পরিবার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

মেডিকেল কলেজ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত রোগীর নাম সাথী মন্ডল (৪৩)। তার বাড়ি ইংরেজবাজার শহরের দক্ষিণ বালুচর এলাকায়। শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ বাড়িতেই হিদরোগে আক্রান্ত হয় ওই মহিলা। এরপর তড়িঘড়ি দুপুর সাড়ে বারোটায় অসুস্থ এই মহিলাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়। পরিবারের অভিযোগ, মেডিকেল কলেজের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তির পর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় নি। সঠিক পরামর্শ এবং ট্রেচার না পাওয়ায় রোগীর স্বজনরা মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে ট্রমা কেয়ার ও ইমার্জেন্সির মধ্যে ছোটাছুটি করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে রোগীকে ফিমেল ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হলেও কর্মরত নার্সেরা চিকিৎসা না করে তারা মোবাইলে ব্যস্ত ছিলেন। চিকিৎসার আর্জি জানাতে গেলে পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। এমনকি ভর্তির প্রায় সাত ঘণ্টা পর চিকিৎসা ঠিকঠাক না করে, মৃত্যুর খবর জানান কর্তব্যরত নার্সেরা। চিকিৎসার চরম গাফিলতির প্রতিবাদ জানালে পরিজনদের ধাক্কা মেরে হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়া হয়। মৃত মহিলার এক বোন শিল্পী মন্ডল জানিয়েছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হৃদরোগে আক্রান্ত ওই রোগী চিকিৎসা না পেয়ে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই ঘটনার ব্যাপারে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রাথমিকভাবে যতটুকু জানা গিয়েছে প্রথম থেকেই ওই মহিলা রোগীর অবস্থা ভালো ছিল না। তবে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা কতটা সঠিক বলতে পারব না।'

বালুরঘাটে মিষ্টিমুখ আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক ভাতা ৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি। বেতন বৃদ্ধির খবরে বালুরঘাট শহরের জলযোগ মোড়ে একত্রিত হন বহু আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। নতুন বেতন পাওয়ার আনন্দে তাঁরা একে অপরকে মিষ্টিমুখ করান এবং রাজ্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রাপ্তি বাড়তি ৫ হাজার টাকা

বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের মাঝে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনে স্লোগানও দিতে দেখা যায় কর্মসূত্রে উপস্থিত কর্মীদের। উপস্থিত আশা কর্মীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারের কাছে ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানানো হলেও সেই দাবি অধরাই থেকে গিয়েছিল। নতুন সরকার তাঁদের দীর্ঘদিনের আর্থিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে অবশেষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে বলেই তাঁরা মনে করছেন। ভাতা ৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পরিবার চালাতে তাঁদের অনেকটাই স্বস্তি মিলবে। এদিনের এই বিশেষ মুহূর্তে আশা কর্মীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আইসিডিএস কর্মীরাও। সরকারের এই উদ্যোগকে একটি ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করে তাঁরাও এই প্রাপ্তিকে সানন্দে স্বাগত জানান।

লেনদেনের ভাইরাল ভিডিও, সরগরম বসিরহাটের রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: চিটফান্ডের অফিসে বিজেপির অস্থায়ী দলীয় কার্যালয়ে আর্থিক লেনদেনর ছবি ভাইরাল হয়েছিল। তাই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য। বিজেপির দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। বিজেপির সঙ্গে টাকা লেনদেনের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিবাদমান একটি জমির বায়না সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের আর্থিক লেনদেনের ভিডিও ছিল। বায়নার চুক্তিপত্রও আছে বলে বিজেপির দাবি। যদিও বিজেপির এই দাবি মানতে নারাজ কংগ্রেস ও বাদুড়িয়াবাসী। তাদের পাল্টা দাবি, জমি বিক্রি টাকা কেন বাদুড়িয়া চিটফান্ডের অস্থায়ী বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের মধ্যে লেনদেন হবে। জমি সমস্যা থাকলে আদালতে বা পুলিশ, প্রশাসন তাদের দফতরে বসে করবে। বিজেপির আস্থায়ী পার্টি আফিসে কেন হবে। জমির জমার সালিশি সভা করার অনুমতি কি বিজেপি তাদের দলের কর্মীদের দিয়েছে? নাকি এর পেছনে বিগত দিনের তৃণমূল কংগ্রেসের মত দুর্নীতির গন্ধ আছে? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাদুড়িয়ার মানুষ। একটি ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা) তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেল থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, টেবিলের উপর সারি সারি ৫০০ টাকার বান্ডিল। বসে আছেন বিজেপি দুই বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য। তাদের সামনেই টাকা লেনদেন হচ্ছে ও তার হিসাব লেখা হচ্ছে। ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা হয়নি। আর তাই নিয়েই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়াতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস এর সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। যেখানে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিজেপির সিন্ডিকেট রাজ চলছে, শাসক দলের প্রভাব খাটিয়ে নেতারা আর্থিক লেনদেন চালাচ্ছে। এমনকি শাসক রাজনৈতিক দলের এটিএম বলেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট বিজেপি সাংগঠনিক জেলার দুই সদস্য বাদুড়িয়ার বিশ্বজিৎ পাল ও সঞ্জয় ঘোষ সেই লেনদেনের সময় ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, 'বাদুড়িয়ার যদুরহাটির বাসিন্দা এক বৃদ্ধ কাজল চক্রবর্তীর সাথে তাঁর প্রতিবেশী আলমগীর মণ্ডলের মধ্যে একটি জমি কেনা বেচা নিয়ে বহুদিন ধরে বিবাদ চলছিল। তারা আমাদের কাছে এসেছিল সমস্যার সমাধানের জন্য। বিশ্বজিৎ পাল এর দাবি, দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয় দুটি দাগের ওই জমি কাজল চক্রবর্তী ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আলমগীর মণ্ডলকে বিক্রি করবে। সেই মর্মেই একটি বায়নার চুক্তিপত্র হয় গত ১৭ জুন। সেখানেই আমাদের উপস্থিতিতে চুক্তিপত্র মত একপক্ষ অন্য পক্ষকে টাকা দেয়। ঘটনার তথ্যপ্রমাণ রাখার জন্য আমরাই বলি গোটা পক্রিয়ার ভিডিও করে রাখতে। ৫-৬ জন সেই ভিডিও করে। সেই ভিডিওই কেউ বাইরে প্রকাশ করেছে। তাই নিয়ে তৃণমূল ও সিপিএম ঘৃণ্য রাজনীতি শুরু করেছে বলে দুই বিজেপি নেতার দাবি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন চিটফান্ডের অফিসে বিজেপির অস্থায়ী দলীয় কার্যালয় টাকা লেনদেন হবে? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাদুড়িয়ার মানুষ।' ইতিমধ্যে রাজ্য কংগ্রেসের এসসি-এসটি সেলের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'আমরা এতদিন জানতাম তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিগ্রস্ত। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যারা শাসক তারাই দুর্নীতিগ্রস্ত। নিচু তলায় সিন্ডিকেট চলছে। পাশাপাশি তোলাবাজিও চলছে। নিচু তলায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মীরা বিজেপি নেতাকর্মী সমর্থকদের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে সেটিং মানির বিনিময় সেটিং করছেন। দুর্নীতি আটকাতে যাদের তাড়িয়ে যাদের আনা হল তাদের একাংশ দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়াতে সাধারণ মানুষ আশাহত হয়ে পড়েছেন।' সবমিলিয়ে ভাইরাল ভিডিও ঘিরে রীতিমতো চর্চায় বসিরহাটের রাজনীতি।

মেদিনীপুরে দুর্ঘটনার কবলে ছাত্র-ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বড়সড় দুর্ঘটনার কবল থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল স্কুল ভ্যানে থাকা ছাত্রছাত্রীরা। শনিবার স্কুল ছুটির পর মেদিনীপুর শহরে রাঙ্গামাটি এলাকায় উড়ালপুল দিয়ে একটি ভ্যানে করে বাড়ি ফিরছিল ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী। সেই সময় উড়ালপুলের উপর দিয়ে যাওয়া একটি বেপরোয়া প্রাইভেট কার সরাসরি ধাক্কা মারে স্কুল ভ্যানটিকে। ভ্যানটির সামনের দিক দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ভ্যানের চালক ও এক ছাত্রীকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুতগতির যানবাহন নিয়ন্ত্রণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। কোতোয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রেপ্তার ৮ জন বালি মাফিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: অবৈধভাবে নদীর বালি কাটায় নদীর গতিপথের পরিবর্তন হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের। তাই এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিল বসিরহাট পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহাকুমার বাদুড়িয়া ইছামতি নদী থেকে নৌকা করে অবৈধ বালি তুলছিল বালি মাফিয়ারা। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বসিরহাট পুলিশ জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত ইছামতী নদীর নদীগর্ভ থেকে বেআইনি বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে বালিবোঝাই ৬টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা আটক করা হয়। নদীর তীরে নৌকা থেকে বালি নামানোর সময় ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং খনি ও খনিজ আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

৭৮ বছরের গৌরবময় পথচলা

প্রতিষ্ঠা দিবসে আবেগঘন নেতাজি মহাবিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দীর্ঘ পথচলাকে স্মরণ করে প্ল্যাটিনাম জুবলির আবহে শনিবার জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হল আরামবাগের নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস। কলেজ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সচ্চিদানন্দ রায়, সহকারী অধ্যক্ষ ড. বিশ্বনাথ গড়াই ও আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ, আরামবাগ গালস কলেজের অধ্যক্ষ ড. রিনি নাথ-সহ বিশিষ্ট জনেরা এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানের সূচনায় মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আবক্ষ্য মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। তারপর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ড. রাধাকৃষ্ণ পালের আবক্ষ্য মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। তারপর প্রদীপ প্রজ্বলন ও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত শিক্ষাবিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। আরামবাগের কালিপুরে অবস্থিত নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. সচ্চিদানন্দ রায় বলেন, 'আজ কলেজের ৭৮তম জন্মদিন। কলেজ এগিয়ে চলছে তার প্রথাগত গতিতে। বহু গুণী মানুষ এই কলেজ থেকে বেরিয়েছেন। তাই এই দিনটাকে ছুটি হিসেবে নয় গুরুত্ব সহকারে পালন করছি। আমরা সবাই মিলে এই কলেজকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। আজ এটা একটা মাইলস্টোন।' প্রসঙ্গত, স্বাধীনোত্তর ভারতের গোড়ার দিকে ১৯৪৮ সালে কালিপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ডা রাধাকৃষ্ণ পাল 'নেতাজি' নামটাই গ্রহণ করেন তাঁর বিরল কর্মকাণ্ডের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবশত। নানা প্রতিকূল পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে এনে শেষ পর্যন্ত ডাঃ পাল এক্ষেত্রে সফল হন।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
NICCO PARKS
CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজিঃ অফিস : "ঝিল মিল", সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি কলকাতা-৭০০১০৬
টেলি: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল : niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় - কোম্পানিতে থাকা ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বাধ্যতামূলক স্থানান্তর যার লভ্যাংশ গত সাত বা তার বেশি বছর ধরে অপ্রদেয়/দাবীহীন রয়ে গেছে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) এবং ইনভেস্টরস এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধি, ২০১৬ ("আইইপিএফ রুলস") এর বিধান অনুসারে এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিজ্ঞাপিত পরবর্তী সংশোধনী অনুসারে, যে কোম্পানির লভ্যাংশ গত সাত বা তার বেশি বছর ধরে অপ্রদেয়/দাবীহীন রয়ে গেছে সেই কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টরস এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড কর্তৃপক্ষ ("কর্তৃপক্ষ") এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে।

কোম্পানির যেসব শেয়ারহোল্ডার টানা ৭ বছর বা তার বেশি সময় ধরে অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯ (চূড়ান্ত লভ্যাংশ) থেকে ২০২৬-২০২৭ পর্যন্ত তাদের লভ্যাংশ নগদ করেননি, তাদের উপরোক্ত আইইপিএফ নিয়ম অনুসারে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তারা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ফোলিও নম্বর(গুলি) অথবা ডিপি এবং ক্লায়েন্ট আইডি(গুলি) উল্লেখ করে একটি লিখিত স্বাক্ষরের মাধ্যমে লভ্যাংশ দাবি করতে পারবেন অথবা মেসার্স আরএন্ডডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্ট্রার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সাথে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি, বর্তমান ঠিকানার প্রমাণপত্র, আধার কার্ড এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের একটি বাতিল চেক পাতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ব্যক্তিগত নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের একটি তালিকা এবং তাদের দাবি না করা/অপ্রদেয় লভ্যাংশের প্রাসঙ্গিক বিবরণ, কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ার ইত্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.niccoparks.com-এ পাওয়া যাবে।

যদি ৩ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে বা তার আগে আইইপিএফ নিয়ম অনুসারে লভ্যাংশের বৈধ দাবি গৃহীত না হয়, তাহলে কোম্পানি পরবর্তী কোনও নোটিশ না দিয়েই কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে এই ধরনের ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করবে। এই ধরনের ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তরের পর শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লভ্যাংশের পরিমাণ এবং ইক্যুইটি শেয়ার দাবি করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে উপরে উল্লিখিত কোম্পানির ওয়েবসাইটটি দেখুন।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির শেয়ার বিভাগের সাথে (০৩৩)-৬৫২১ ৫৫১৮/০৪ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা ankit@niccoparks.com/raja.m@niccoparks.com ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড অফিস রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স, আরএন্ডডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট- নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড, ১৫/সি নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড), কলকাতা- ৭০০০২৬, টেলিফোন নং - (০৩৩) ২৪১৯ ২৬৪১, ইমেল info@rdinfotech.net।

সুতরাং, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের দাবি না করা/অপ্রদেয় লভ্যাংশ, যদি থাকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোম্পানির কাছ থেকে দাবি করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কিত কুমার ভরদ্বাজ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১ আগস্ট ২০২৬

আলফ্রেড হার্বার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN : L74999WB1919PLC003516
নিবন্ধিত কার্যালয়: হার্বার্ট হাউস, ১৩/৩, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা ৭০০০০১
টেলি: ০৩৩-২২২৬ ৮৬১৯/২২২৩ ৯১২৪
ই-মেইল: kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট: www.alfredherbert.co.in

১০৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, আলফ্রেড হার্বার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর ১০৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সকাল ১০:৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি")/আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") কর্তৃক জারি করা ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ৫ মে, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলার"), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন পরিপত্রের (যৌথভাবে "সেবি সার্কুলার") প্রযোজ্য বিধানসমূহ অনুসরণ করে, কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই কোম্পানির ১০৬তম এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

১০৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন **শনিবার, ০১ আগস্ট, ২০২৬** তারিখে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(সমূহ) ("ডিপি")-এর কাছে নিবন্ধিত আছে।

সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৬ অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ যেখানে উপলব্ধ আছে তার সঠিক পাথ বা লিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি সেই সকল সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানি/এর আরটিএ/ডিপি-র কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

যে সকল সদস্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপির জন্য অনুরোধ করবেন, তাদের তা পাঠানো হবে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.alfredherbert.co.in, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে।

সদস্যরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ (সময় সময় সংশোধিত), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই) কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ (সংশোধিত) এবং এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, সদস্যদের এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সিডিএসএল-কে নিযুক্ত করেছে। যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল রূপে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারাও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিং পর্ব মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখ সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫:০০ টায় শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর সিডিএসএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার কোনো সদস্য কোনো রেজোলিউশনের ওপর ভোট দিলে, তাকে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না। **কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে** সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিশিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে যে ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত থাকবে, কেবল তিনিই রিমোট ই-ভোটিং এবং সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন।

যে সকল সদস্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনের ওপর তাদের ভোট দেননি এবং ভোট দেওয়া থেকে অন্য কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

যে সকল সদস্য এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন, তারাও ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত/অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

বিজ্ঞপ্তি বৈদ্যুতিনভাবে পাঠানোর পর যে কোনো ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হলে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করলে, তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে ভোট দিতে পারবেন।

এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এর হেল্প বিভাগে উপলব্ধ এফএকিউএস এবং রিমোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ই-মেইল করতে পারেন অথবা ১৮০০ ২১০ ৯৯১১ টোল-ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, এভিপি (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারএক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই ৪০০০১৩-এর ঠিকানায় অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো যেতে পারে অথবা ১৮০০ ২১০ ৯৯১১ টোল-ফ্রি নম্বরে কল করা যেতে পারে।

২৭ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর সভায় ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি সম্পূর্ণ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের ওপর ২০ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

এজিএম-এ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হলে, ইক্যুইটি শেয়ারের ওপর লভ্যাংশের জন্য যোগ্য সদস্যদের নাম নির্ধারণের রেকর্ড তারিখ হলো ২১ আগস্ট, ২০২৬।

আয়কর আইন, ২০২৫ ("আইন")-এর প্রচলিত বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বা বণ্টিত লভ্যাংশ সদস্যদের হাতে করযোগ্য। তাই কোম্পানিকে সদস্যদের লভ্যাংশ প্রদানের সময় নির্ধারিত হারে উৎসে কর (টিডিএস) কাটার প্রয়োজন হবে। এ বিষয়ে সমস্ত যোগাযোগ/জিজ্ঞাসা contact@mdplcorporate.com-এ পাঠাতে হবে।

আইনের নিজ নিজ বিধানের অধীনে কোন উপযুক্ত হারে উৎসে কর কাটতে হবে তা নির্ধারণে কোম্পানিকে সক্ষম করার জন্য, সদস্যদের ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বা তার পূর্বে contact@mdplcorporate.com-এ তাদের জন্য প্রযোজ্য নথিপত্র প্রদান/জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যদের দ্বারা প্রদত্ত এবং প্রযোজ্য নথিপত্রের ভিত্তিতে নির্ধারিত এবং আইন অনুসারে সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক বলে বিবেচিত নথিপত্রের ভিত্তিতে উৎসে কর কাটার পর লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য, সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপি-র কাছে কেওয়াইসি বিবরণ (ঠিকানা বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিবরণে কোনো পরিবর্তন সহ) নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং ফিজিক্যালফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের লভ্যাংশ প্রদান সহজতর করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন নম্বর: ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮, ২২৪৩ ৫০২৯, ই-মেইল: contact@mdplcorporate.com-এ যথাযথভাবে পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১ জমা দিয়ে তাদের কেওয়াইসি (ডাক ঠিকানা, ই-মেইল ঠিকানা, পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিবরণ ইত্যাদি সহ) নিবন্ধন/ আপডেট করতে হবে, যা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। ফর্ম আইএসআর-১ আরটিএ-এর ওয়েবসাইট mdpl.in/downloads.php-এ পাওয়া যাবে।

আলফ্রেড হার্বার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তৃপ্তি উপাধ্যায়
কোম্পানি সেক্রেটারি ও চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১ আগস্ট, ২০২৬

বিকাশ চৌধুরীর প্রয়াণ দিবসে স্মরণসভায় মীনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: প্রয়াত বামপন্থী নেতা কমরেড বিকাশ চৌধুরীর ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে শনিবার জামুড়িয়ার পরিহারপুরে আয়োজিত স্মরণসভা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা মীনাক্ষী মুখার্জী-সহ দলের একাধিক জেলা ও রাজ্যস্তরের নেতা-নেত্রী। পাশাপাশি এলাকাবাসীরও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মীনাক্ষী মুখার্জী বলেন, 'এই পার্টি কারও দয়ায় চলে না। হুমকি, ভয় দেখানো বা হামলায় লাল ঝান্ডার কর্মীরা ভয় পায় না। যারা একদিন বামপন্থী আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, আজ তারাই ইতিহাস হয়ে গেছে। কিন্তু লাল ঝান্ডা আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।' সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ, সভায় তাঁর বক্তব্য চলাকালীন বিজেপির একাংশ কর্মী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কর্মসূচি ব্যাহত করার চেষ্টা করেন। যদিও এ বিষয়ে বিজেপির তরফে জামুড়িয়ার বিজেপি বিধায়ক বিজন মুখার্জি মীনাক্ষী মুখার্জির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'প্রত্যেক দলেরই গণতান্ত্রিক উপায়ে সভা, সমিতি করার অধিকার রয়েছে। বিজেপির লোকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা কেননা বিজেপি এই ধরনের রাজনীতি করে না।' এদিনের বক্তব্যে মীনাক্ষী মুখার্জী সাম্প্রদায়িকতা ও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলনের ডাক দেন। আগামী ১০ আগস্ট আসানসোলে অনুষ্ঠিতব্য 'জেল ভরো আন্দোলন'-এ ব্যাপক জনসমাগমের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রুখে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পথে লড়াই জোরদার করতে হবে।'

পুরুলিয়ায় হঠাৎ পরিদর্শনে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: একেবারে চাল, গমের বস্তা থেকে আনাজ বার করে আনাজের গুণমান খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী। জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে এই প্রথম পুরুলিয়া জেলায় হঠাৎ পরিদর্শনে পৌঁছালেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। শনিবার প্রথমে সার্কিট হাউসে পৌঁছান তিনি। সেখানে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পরে তিনি এমআর ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারগুলিতে আকস্মিক পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে পুরুলিয়া শহরে স্থিত একটি এমআর ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে পৌঁছান। সরেজমিনে গোডাউনে ঢুকে চাল, গমের মান খতিয়ে দেখেন। এরমধ্যে চালের মান নিয়ে এক জায়গায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। এখান থেকে তিনি সটান চলে যান পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামে। সেখান এম আর শপ পরিদর্শন ছাড়াও কথা বলেন সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে। গ্রামবাসীরা জানান, গত দু মাস ধরে রেশনে আনাজের গুণমান বেড়েছে। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়া হচ্ছে রেশন। এদিন পুঞ্চা ব্লকের বালকডিতে খাদ্য ও সরববরাহ দপ্তরের একটি পনের হাজার মেট্রিক টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন পণ্যাগারেরও উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এদিন সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন বিজেপি সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে সবকিছুর মান খতিয়ে দেখছে। খাদ্য নিয়ে কোনরকম অনিয়ম সহ্য করা হবে না। তিনি সামাজিক মাধ্যমে রেশন বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন গুজবের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এরকম গুজব ছড়ালে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। প্রকৃত রেশন প্রাপকরা কোনভাবেই যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে রাজ্য সরকার।'

টহল জোরদার করতে 'চেতক' ও 'ব্রাভো'য় ভরসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের টহল জোরদার করতে আধুনিক 'চেতক' ও 'ব্রাভো' মোবাইল পেট্রোলিং যান চালু হল। নাগরিক নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে আধুনিকীকৃত 'চেতক' ও 'ব্রাভো' মোবাইল পেট্রোল ভেহিকল-এর উদ্বোধন হল শনিবার। চুঁচুড়া পুলিশ লাইনে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন হুগলির জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ, পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা । সকলের উপস্থিতিতে নতুন পেট্রোলিং যানগুলির আনুষ্ঠানিক ফ্ল্যাগ-অফ করা হবে। শনিবার চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট অন্তর্গত সমস্ত থানাতে মোট ২৫টি 'চেতক' গাড়ি এবং পেট্রোলিংয়ের 'ব্রাভো' মোটরবাইক গাড়ি দেওয়া হল। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার জানান এই আধুনিক পেট্রোলিং গাড়ি ও মোটরবাইক যুক্ত হওয়ায় শহর ও আশপাশের এলাকায় দ্রুত টহল, জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সাড়া এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে আরও গতি আসবে। অপরাধ দমন ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রশাসনের আশা।

পশ্চিম বর্ধমানে শুরু জনগণনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পশ্চিমবঙ্গে শনিবার থেকে জনগণনা বা আদমশুমারি শুরু হল। এদিন সকালে এক অনুষ্ঠানে আসানসোলের কল্যানপুরে পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসক কার্যালয়ে, জেলাশাসক এস পোন্নাবলম উপস্থিতিতে এই জনগণনার কাজের সূচনা হয়। এই জনগণনাকে সামনে রেখে এদিন জেলাশাসক কার্যালয়ে একটি ট্যাবলোর যাত্রা শুরু করা হয়। যা আদমশুমারি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরবে। জেলাশাসক এস পোন্নাবলম, আসানসোলের বাসিন্দা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শুটার অভিনব সাউ, বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায় এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি সবুজ পতাকা দেখিয়ে ট্যাবলোর যাত্রা শুরু করেন। এর আগে, জেলাশাসক আন্তর্জাতিক শুটিং প্রতিযোগিতায় অভিনবের অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য তাকে সম্মানিত করেন।

বিষ্ণুপুরের পর্যটন পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন পর্যটন প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের দ্বারিকা শিল্পতালুক পরিদর্শন করে গতকালই ওই তালুকে থাকা ১৫টি বন্ধ কারখানা খোলার আস্বাস দিয়েছিলেন। এবার রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বিষ্ণুপুর শহরে গিয়ে একের পর এক টেরাকোটা ও মাকড়া পাথরের তৈরি মন্দির ঘুরে খতিয়ে দেখলেন বিষ্ণুপুরের পর্যটন পরিকাঠামো। খতিয়ে দেখলেন পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন সম্ভাবনাও। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শহর বিষ্ণুপুর। শুধু স্থাপত্য ও শিল্পে সমৃদ্ধ নয় প্রাচীন কাল থেকেই মল্লরাজাদের এই রাজধানী তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে আজো বয়ে নিয়ে চলেছে। যার টানে আজো বছরভর দেশ বিদেশের পর্যটকেরা ছুটে আসেন রাজ্যের এই প্রান্তিক শহরটিতে। রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে বিষ্ণুপুর অন্যতম স্থান পেলেও বিষ্ণুপুর শহরের পর্যটন পরিকাঠামো মাঝেমধ্যেই হতাশ করে পর্যটকদের। শহরের সংকীর্ণ রাস্তাঘাট, অপরিষ্কার ও বেহাল রাস্তাঘাট, যথেষ্ট আলোর অভাব তো আছেই, বিষ্ণুপুরের পর্যটনশিল্পকে বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও এতকাল রয়ে গেছে বড় একটা খামতি। রাজ্যে পালাবদলের পর এবার রাজ্যের পর্যটনকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের সরকার। তারই অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের পর্যটন দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী আজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন বিষ্ণুপুরের পর্যটন পরিকাঠামো ও সম্ভাবনা। কথা বলেন স্থানীয় পর্যটন গাইড থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। পরে তাঁর দাবি বিষ্ণুপুরের পর্যটনের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি রয়েছে তা তিনি জেনেছেন। দ্রুত সেই সমস্যাগুলি সমাধান করা হবে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক অফিস: দুর্গাপুর
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কমপ্লেক্স, মামরাবাজার
দুর্গাপুর-৭১৩২০৬ (পশ্চিমবঙ্গ)
মোবাইল নং. ৯১-৮৬৯৫৬২৪২০৪ / ৯১-০২৫৬১২১৫
ই-মেইল: recoverydurgro@centralbank.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-IV-A [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। এই সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল, **প্রতীকী দখল** (বিশেষভাবে সম্পত্তির বিপরীতে চিহ্নিত) **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী **"যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়"** এবং **"যা আছে সেই অবস্থায়"** এবং "যা কিছু আছে সেই অবস্থায়" বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে তোলা সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নিতে হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত আছে।

ক্র. নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	সম্পত্তির বিবরণ (ফ্ল্যাট/দোকান/জমি/ভবন ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমান গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সংরক্ষিত মূল্য
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **১. শ্রী ভীম চন্দ্র কর্মকার** পিতা- প্রয়াত দিগম্বর কর্মকার **২. শ্রীমতি চিত্রা কর্মকার** স্বামী- শ্রী ভীম চন্দ্র কর্মকার **উভয়েরই বাসস্থান:** বাড়ি নং জিএন. ১০৫, রাকেশ শর্মা এভিনিউ, সেক্টর-২বি, বিধাননগর, থানা- নিউ টাউনশিপ, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭১৩২১২, **জামিনদার:** **১. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য** পিতা- শ্রী আনন্দময় ভট্টাচার্য হাডকো মোড়, জি-১৫, ইস্পাত পল্লী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড বিধাননগর দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩২১২। **শাখা অফিস: বিধান নগর**	**সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবনের সম্পত্তি** যার লেআউট প্লট নং জিএন-১০৫, পরিমাপ: ৫.০৩ কাঠা সি. এস. প্লট নং ২১৯ (অংশ), মৌজা গোপীনাথপুর, জে. এল. নং ৮৫, তৌজি নং ১, খতিয়ান নং ১৪৭, ১৫১, ১৬৩, সেক্টর-২বি, বিধাননগর, থানা- নিউ টাউন, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন ৭১৩২১২। সম্পত্তিটির সীমানা উত্তরে: সেক্টর ২বি বিধাননগরের আড্ডা রোড, দক্ষিণে: সেক্টর ২বি বিধাননগরের লেআউট প্লট নং জি-৫৫, পূর্বে: সেক্টর ২বি বিধাননগরের আড্ডা পার্ক, পশ্চিমে: সেক্টর ২বি বিধাননগরের আড্ডা রোড।	**ক) ২৩.০৭.২০২৫** **খ) ২৭,৩৬,৮০৪.০০ টাকা** (সাতাশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশো চার টাকা মাত্র) **২৩.০৭.২০২৫ তারিখ** অনুযায়ী এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও চার্জ **গ) ০৭.১০.২০২৫। (প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**(আরপি): ১,০১,০০,০০০.০০ টাকা** **ইএমডি: ১০,১০,০০০.০০ টাকা** **বিড বৃদ্ধির পরিমাণ (বিআইএ): ১,১০,০০০.০০ টাকা সংরক্ষিত মূল্য**
২.	**মেসার্স রিলায়েবল গ্রেইন প্যাকেজিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি** **স্বত্বাধিকারী: শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য** **১. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য** পিতা- আনন্দময় ভট্টাচার্য **২. শ্রীমতি কেয়া ভট্টাচার্য** স্বামী- গৌতম ভট্টাচার্য, উভয়েরই বাসস্থান: হাডকো মোড়, জি-১৫, ইস্পাতপল্লী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, বিধাননগর, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১২ **শাখা অফিস: বিধান নগর**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং কাঠামোর পরিমাণ প্রায় ১৪ ডেসিমেল, শ্রেণীবিভাগ বাস্তু, মৌজা-ডোমড়া, জে. এল. নং ৬৮, এল. আর. খতিয়ান নং ৫৪, এল. আর. দাগ নং ১৫৪৮, গ্রাম ডোমড়া, থানা কাঁকসা, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান এবং সেই সাথে নির্মিত শেড বিল্ডিং। **সম্পত্তিটির সীমানা উত্তরে:** প্লট নং ১৫৪৮ (পি), দক্ষিণে: প্লট নং ১৫৪৯ (পি), পূর্বে: পানাগড় মোরগ্রাম হাইওয়ে, পশ্চিমে: প্লট নং ১৫৪৭।	**ক) ০৩.০৮.২০২১** **খ) ৫১,৭৪,৩২৩.৬৪ টাকা** (একান্ন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার তিনশো তেইশ টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা মাত্র) ০৩.০৮.২০২১ তারিখ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও চার্জ **গ) ০৯.১১.২০২১ (প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**(আরপি): ৪২,০০,০০০.০০ টাকা** **ইএমডি: ৪,২০,০০০.০০ টাকা** **বিড বৃদ্ধির পরিমাণ (বিআইএ): ৪২,০০০.০০ টাকা**

ই-অকশন	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ও সময়	ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
উপরোক্ত সম্পত্তির জন্য	২৭শে আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা	১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা	২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত	২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ৮(৬) বিধি অনুযায়ী ৩০ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অকশনটি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে: ই-অকশন এজেন্সির ওয়েবসাইট https://baanknet.com/ ই-অকশন এজেন্সির যোগাযোগের বিবরণ হল: পিএসবি অ্যালায়েন্স বাঙ্কনেট হেল্পডেস্ক নং: +৯১৮২৯১২২০২২০ ইমেইল: support.baanknet@psballiance.com
বিডার নিবন্ধন এবং ইএমডি পেমেন্ট/ফেরত সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য: ই-মেইল: support.baanknet@psballiance.com অনুগ্রহ করে কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন হেল্পডেস্ক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করুন।
বিডারদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে:
ধাপ ১: বিডার/ক্রেতা নিবন্ধন: বিডারকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল-আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com/-এ নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাইকরণ: ই-কেওয়াইসি এর অংশ হিসাবে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই করা হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধাপ ১ এবং ২ বিডারকে অনেক আগে থেকেই সম্পন্ন করতে হবে।
ধাপ ৩: ইএমডি পরিমাণ: আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের নিলামের সময়/আগে তাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোডের (অর্থাৎ এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাংকিং) মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যদি গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ না থাকে, তবে সিস্টেম বিড করার অনুমতি দেবে না। নিবন্ধন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর নিলামের সময়ের অনেক আগে সম্পন্ন করতে হবে। বিডাররা এক বা একাধিক সম্পত্তির জন্য অফার দিতে পারেন। শুধুমাত্র তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকলেই আগ্রহী বিডার ই-নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন। বিড করার সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=ইএমডি পরিমাণ) থাকতে হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য অফারের ক্ষেত্রে বিডারদের প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই বিডারদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ অনেক আগে থেকে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইএমডি পরিশোধ/অকশন প্রক্রিয়াকালে বিডিংয়ের জন্য https://baanknet.com/-এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
ধাপ ৪: বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল:
আগ্রহী নিবন্ধিত বিডাররা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারবেন।
যদি কোনো সম্পত্তির জন্য একক বিডার থাকে, তবে সেই একক বিডারকে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে উপরের সারণীতে উল্লিখিত বিড বৃদ্ধির পরিমাণের সমান বা তার বেশি অফার বাড়াতে হবে, অন্যথায় তাকে সফল বিডার হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার থাকবে না।
অকশন চলাকালীন ইএমডি পরিশোধ/বিডিংয়ের জন্য https://baanknet.com/-এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংকগুলির ওয়েবসাইট www.centralbankofindia.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ০১.০৮.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শুভদ্রা বড়ুয়া, ই-মেইল আইডি: sbl.05171@sbl.co.in, মোবাইল নং: ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ (ক্র. নং ১, ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬)
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: স্মিতা মিত্র, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১০৩০৪ (ক্র. নং ৭)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৯(১)-এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)** এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধকী নীচে বর্ণিত সিকিউরড অ্যাসেটস, যার বাস্তবিক দখল সিকিউরড ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, সেটি নীচে উল্লেখিত তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা যেমন আছে' এবং 'যাই থাক না কেন' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৭.০৮.২০২৬
অকশনের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের নাম	যে সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী সুরজিৎ সূত্রধর** **ঠিকানা:** শ্রী শঙ্কর সূত্রধর, জগতমাতা মন্দির, চাকদহ বনগাঁ রোডে, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ: ৭৪৩২৩৫	বনগাঁ মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং ৪, নতুন ওয়ার্ড নং ৮, থানা বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনার সীমার মধ্যে মৌজা - চম্পাবেড়িয়া, জে.এল. নং ২১৩, হাল জে.এল. নং ১০৫, আর.এস. দাগ নং ৭১৬, এল.আর. দাগ নং ২১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১০৬০/১, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৩০, নথিবদ্ধ খতিয়ান নং ৬৩৮৬-এ অবস্থিত কমবেশি ৩.৭৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এবং বিল্ডিংয়ের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **ডিড নং ১৫০৯০২৭৫২**, বুক নং ১, ভলিউম নং ১৫০৯-২০২১, পাতা ৫০৮৫৯ থেকে ৫০৮৭৫ পর্যন্ত, সাল ২০২১। এ.ডি.এস.আর.ও. বনগাঁ। **সম্পত্তিটি শ্রী সুরজিৎ সূত্রধর**, পিতা- শ্রী শঙ্কর সূত্রধরের নামে রয়েছে। **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: মোহিত মোহন দালালের সম্পত্তি, দক্ষিণে: ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে: সোনালী কুণ্ডুর সম্পত্তি, পশ্চিমে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। **বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**৫০,০৮,৪১৬.০০ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ আট হাজার চারশো ষোল টাকা মাত্র) ৩০.০৪.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ। **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬ **পরিদর্শনের তারিখ: ১০.০৮.২০২৬ এবং ১২.০৮.২০২৬**	ক) ৩৬,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৬৪,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **i) শ্রী পলাশ দেব, (মেসার্স নয়ন শাড়ি হাউসের স্বত্বাধিকারী এবং হোম লোনের সহ-ঋণ-গ্রহীতা), পিতা- শ্রী সুবোধ চন্দ্র দেব।** **ii) শ্রীমতি রীনা দেব (মেসার্স নয়ন শাড়ি হাউসের গ্যারান্টার এবং হোম লোনের ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী পলাশ দেব। **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম ও পোস্ট: ফুলিয়া বেলেমাঠ, থানা শান্তিপুর, জেলা নদিয়া: ৭৪১৪০২।	১. নদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গ্রাম ফুলিয়া বেলেমাঠ, পোস্ট ফুলিয়া, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১৪০২, থানা শান্তিপুর, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৬২, আর.এস. নং এবং এল.আর. দাগ নং ৪৭১, ৪৭১/১৪২২, জে.এল. নং ৭৩, মৌজা: উদয়পুরে অবস্থিত ৩৯২০.৪০ বর্গফুট (৫.৪৪৫ কাঠা) পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জমি ও বিল্ডিং (গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১ম ফ্লোর এবং ২য় ফ্লোর) এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্যঅংশেরসকল। **২০.০৭.২০০৫ তারিখের দলিল নং আই-২৬১৭ এবং ১-২৬১৮** এর অধীনে নিবন্ধিত। এ.এস.এস.আর. শান্তিপুরে নিবন্ধিত। **সীমানা:** উত্তরে: শ্রী সত্যেন পালের একতলা বিল্ডিং, দক্ষিণে: মালিকের জমি এবং শ্রী বিদ্যুৎ দাসের একতলা বিল্ডিং, পূর্বে: শ্রী দুর্গা চরণ পালের জমি, পশ্চিমে: প্যাসেজ এবং শ্রী চন্দন বিশ্বাসের একতলা বিল্ডিং। ২. নদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গ্রাম ফুলিয়া বেলেমাঠ, পোস্ট ফুলিয়া, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১৪০২, থানা শান্তিপুর, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৬২, আর.এস. নং এবং এল.আর. দাগ নং ৪৭১, জে.এল. নং ৭৩, মৌজা: উদয়পুরে অবস্থিত ১০৭৮.১১ বর্গফুট (১.৫০ কাঠা) পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফাঁকা জমি (বাউন্ডেড) এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **১২.১২.২০১২ তারিখের দলিল নং আই-৫৭১২** এর অধীনে নিবন্ধিত। এ.এস.এস.আর. শান্তিপুরে নিবন্ধিত। **সীমানা:** উত্তরে: মালিকের তিনতলা বিল্ডিং, দক্ষিণে: ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে: শ্রী বিদ্যুৎ দাসের জমি, পশ্চিমে: শ্রী আগমণি ঘোষের একতলা বিল্ডিং। উভয় সম্পত্তি একটি সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা তাই এটিকে একক সম্পত্তি হিসাবে নেওয়া হয়েছে। **বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**১,২১,৩৭,৮৩১.০০ টাকা (এক কোটি একুশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আটশো একত্রিশ টাকা মাত্র) ৩০.০৪.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ। **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬ **পরিদর্শনের তারিখ: ১০.০৮.২০২৬ এবং ১২.০৮.২০২৬**	ক) ৬৮,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ৬,৮৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রীমতি অর্পিতা বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী অতনু সেন, গ্রাম চালকি, থানা গোপালনগর, গোপালনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২। এছাড়াও: দুকিরাম প্রাইমারি স্কুলের কাছে, থানা বনগাঁ, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২। **শ্রী অতনু সেন (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী আশুতোষ সেন, গ্রাম চালকি, থানা গোপালনগর, গোপালনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২। এছাড়াও: দুকিরাম প্রাইমারি স্কুলের কাছে, থানা বনগাঁ, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২	**সম্পত্তির মালিক: শ্রীমতি অর্পিতা বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী অতনু সেন এবং শ্রী অতনু সেন, পিতা- শ্রী আশুতোষ সেন। টাইটেল ডিড নং: আই- ১৫০৯১৩২৫৪/২০২১ জমা দেওয়ার মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ জমি এবং দোতলা আবাসিক বিল্ডিং (গ্রাউন্ড ফ্লোর ৭২০ বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোর ৭২০ বর্গফুট, মোট বিল্ডিং ১৪৪০ বর্গফুট), জমির পরিমাণ কমবেশি ৩.৩০ ডেসিমেল বা ০২ কাঠা, মৌজা - চালকি, জে.এল. নং ১০৩, আর.এস. দাগ নং ১০৯৮, এল.আর. দাগ নং ১৪৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪১২, নতুন খতিয়ান নং ২৫৬৯, গোপালনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা গোপালনগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২। **দলিল নং ১৫০৯১৩২৫৪,** বুক নং ১, ভলিউম নং ১৫০৯-২০২১, পৃষ্ঠা ২৭৯৮৩৪ থেকে ২৭৯৮৫৬, সাল ২০২১, এ.ডি.এস.আর.ও বনগাঁ। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: বিপুল সরকারের সম্পত্তি, দক্ষিণে: দুলাল সরকারের সম্পত্তি, পূর্বে: ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা; পশ্চিমে: অরূপ সেনের সম্পত্তি। **ব্যাঙ্ক-এর বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**২৮,২৮,৭৫৫.০০ টাকা ২৮.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ) **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬ **পরিদর্শনের তারিখ: ১০.০৮.২০২৬ এবং ১২.০৮.২০২৬**	ক) ৪২,৯২,০০০.০০ টাকা খ) ৪,২৯,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা
৪.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী অভিজিৎ সেন,** পিতা- শ্রী চণ্ডী চরণ সেন, ফ্ল্যাট নং ১/২, ১ম ফ্লোর, ২২৭ মাখলা, পোঃ + থানা- উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন- ৭১২২৪৫। **এবং** **শ্রীমতি অমৃতা ব্যানার্জি,** স্বামী- শ্রী অভিজিৎ সেন, ফ্ল্যাট নং ১/২, ১ম ফ্লোর, ২২৭ মাখলা, পোঃ + থানা- উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন- ৭১২২৪৫।	১ম ফ্লোরে ৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং-এর সাথে ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৯ বর্গফুট জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ নিয়ে গঠিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- মাখলা, জে.এল. নং ৯, আর.এস. প্লট নং ১৮১৬, খতিয়ান নং ১০২৫ এর অধীনে, এল.আর. প্লট নং ২০৭২, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৮২৭, ৭৮২৮, ৭৮২৯, ৭৮৩০, ৭৮৩১ এর সাথে সম্পর্কিত, উত্তরপাড়া কোটরাং মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৩, হোল্ডিং নং ২২৭, মাখলা, ১ নং গভ. কলোনি, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, দলিল নং আই-১৩০২/২০১৬। সম্পত্তি শ্রী অভিজিৎ সেন এবং শ্রীমতি অমৃতা ব্যানার্জির নামে। সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে: অগ্রদূত ক্লাব, দক্ষিণে: অন্যান্য বিল্ডিং, পূর্বে: রাস্তা, পশ্চিমে: অন্যান্য বিল্ডিং। ব্যাঙ্ক সম্পত্তি আইডি: SBIN77513216097 **বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**১২,৭৯,৬৭৭.০০ টাকা ০৬.০৪.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ) **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩০৯ ৮২৯৯১ **পরিদর্শনের তারিখ: ১০.০৮.২০২৬ এবং ১২.০৮.২০২৬**	ক) ১০,৪১,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৪,১০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৫.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান এবং শ্রীমতি সুধা খৈতান,** **উভয়ের ঠিকানা** ১০৯, দ্বারিক জঙ্গল রোড, পোঃ- ভদ্রকালী, থানা উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৩২।	লিফট সুবিধাসহ জি+৪ তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় সামনের দিকে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক ফ্ল্যাট নং সি৩ এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ১৪০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, যাতে ৪টি বেডরুম, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ডব্লিউ.সি. সহ ২টি টয়লেট, ১টি রান্নাঘর এবং ১টি বারান্দা রয়েছে এবং ছাদের অধিকার ও সাধারণ পরিষেবা এবং খরচ সহ সাধারণ অধিকার সহ জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং ফিটিং, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন সহ, এবং ফ্ল্যাটটি চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন দ্বারা অনুমোদিত ২৪.০৩.২০০৭ তারিখের ২০০৬-০৭ সালের অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান নং ১৯৯ অনুযায়ী নির্মিত হচ্ছে, ওয়ার্ড নং ৩, হোল্ডিং নং পূর্বে ১৩০/এ এবং তারপরে ১৪৮/এ এবং বর্তমানে ১৬২, জি.টি. রোড (পশ্চিম), পিন-৭১২১৩৬। সম্পত্তিটি শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতানের নামে রয়েছে, ২০১৬ সালের দলিল নং: ১-০২২৫৫। **বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**২৭,৭০,১০৯.৭২ টাকা (সাতাশ লক্ষ সত্তর হাজার একশো নয় টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ২৮.০২.২০১৮** তারিখ অনুযায়ী এবং সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ। **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১ **পরিদর্শনের তারিখ: ১০.০৮.২০২৬ এবং ১২.০৮.২০২৬**	ক) ২৬,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৩,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৬.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী রানা সাহা** পিতা- প্রয়াত অমল সাহা শ্রীপুর, বাদামতলা, পোঃ মধ্যমগ্রাম বাজার, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩০	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ, আবাসিক ফ্ল্যাট, গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং জিবি, দক্ষিণ-পূর্ব দিক, 'মোহিনী মহল', যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ৮৭০ বর্গফুট, মৌজা- চাকগড়িয়াগাছি, জে.এল. নং ২৪, তৌজি নং ১৫১, আর.এস. দাগ নং ৪০, ৪০/৫৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮ ও ৩১, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড নং ১০৯, হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ২২৬, অজয় নগর, যা ২২৬, অজয় নগর শতাব্দী পার্ক, প্লট নং ৯০, দাস পাড়া মুখার্জিপুর নামেও পরিচিত, থানা পূর্ব যাদবপুর (পূর্বে কসবা), জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ০৯৯। দলিল নং ১৯০৪০০৭৮৫, বুক-১, ভলিউম নং ১৯০৪-২০২১, পৃষ্ঠা ৫২১১৪ থেকে ৫২১৫০, সাল ২০২১ অনুযায়ী। এ.আর.এ.-৪ কলকাতা। সম্পত্তিটি শ্রী রানা সাহা, পিতা- প্রয়াত অমল সাহার নামে রয়েছে। সম্পত্তির বিল্ডিং-এর সীমানা: উত্তরে: স্কিম প্লট নং ৩ ও ৪, দক্ষিণে: ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পূর্বে: স্কিম প্লট নং ৮, পশ্চিমে: স্কিম প্লট নং ১০। **ব্যাঙ্ক-এর বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**২৮,২৮,৭৫৫.০০ টাকা ২৮.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ) **পরিদর্শনের তারিখ: ১০.০৮.২০২৬ এবং ১২.০৮.২০২৬**	ক) ৪০,৮৪,০০০.০০ টাকা খ) ৪,০৮,৪০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১
৭.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জি,** পিতা- চিত্তরঞ্জন মুখার্জি, গ্রাম- সুভাষ নগর, পোঃ এবং থানা- আদ্রা, পুরুলিয়া, জেলা- পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ। **এছাড়াও:** প্রযত্নে গগড়াবাদ হাই স্কুল, পোঃ- গগড়াবাদ, থানা আদ্রা, জেলা পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১২১ পশ্চিমবঙ্গ। **এছাড়াও:** পিতা- চিত্তরঞ্জন মুখার্জি, ফ্ল্যাট নং ২০১ এবং ২০২, ফার্স্ট ফ্লোর, মৌজা মটকল, প্রেমিসেস নং- ১৮, মানসী পাড়া গরি, পোঃ রবীন্দ্র নগর, থানা দম দম, কলকাতা-৬৫।	**সম্পত্তি নং ১)** ১ম তলায় উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০১ এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, একটি জি+২ তলা আবাসিক ভবনের, মৌজা মটকল, আর.এস. দাগ নং ৮৪২, আর.এস. খতিয়ান নং ২৭১, জে.এল. নং ১৫, আর.এস. নং ১৭১, তৌজিনং ১৬০/১৬২, প্রেমিসেসনং ১৮, মানসীপাড়াগৌরী, থানাদমদম, কলকাতা, পোঃরবীন্দ্রনগর, ওয়ার্ডনং ০৪, সাউথদমদমমিউনিসিপ্যালিটিরঅধীনে, পিনকোডনং ৭০০০৬৫ জেলাউত্তর ২৪ পরগনা-তেঅবস্থিত। সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জির নামে রয়েছে (২০২৩ সালেরদলিল নং আই-১৩৪৫১)। **সম্পত্তি নং ২)** ১ম তলায় উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ২০২ এর ইএম, পরিমাপ ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, একটি জি+২ তলা আবাসিক ভবনের, মৌজা মটকল, জে.এল. নং ১৫, আর.এস. নং ১৭১, তৌজি নং ১৬০/১৬২, আর.এস. দাগ নং ৮৪২, আর.এস. খতিয়াননং ২৭১, হোল্ডিংনং ১৮, মানসীপাড়াগৌরী, থানাদমদম, কলকাতা, পোঃরবীন্দ্রনগর, ওয়ার্ড নং ০৪, সাউথদমদমমিউনিসিপ্যালিটিরঅধীনে, পিনকোডনং ৭০০০৬৫ জেলাউত্তর ২৪ পরগনা-তে-অবস্থিত। সম্পত্তিটিশ্রীনীলাঞ্জনমুখার্জিরনামেরয়েছে (২০২৩ সালেরদলিল নং আই-১৩৫০৯)। **উভয় সম্পত্তিই ব্যাংকের বাস্তবিক দখলে রয়েছে।**	**৩৮,৩৬,০০০.০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ১৭.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ) **পরিদর্শনের তারিখ: ১০.০৮.২০২৬ এবং ১২.০৮.২০২৬**	**সম্পত্তি ১** ক) ১৭,১০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭১,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **সম্পত্তি ২** ক) ১৫,৭৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৫০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৬৭৪৭১০৩০৪ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেখুন: https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে নিলামের তারিখের বেশ আগেই তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন বা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০।

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০২.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্রধানমন্ত্রী মোদীর মাঝরাতের ভিডিয়ো নিয়ে কটাক্ষ দীপকে-র

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: শুক্রবার মাঝরাতে ভিডিয়ো পোস্ট করে ফের একবার দেশের যুবসমাজকে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফের সেই পোস্টের নীচে স্বকীয় ভঙ্গিতে মন্তব্য করেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। পড়ুয়াদের ক্ষমা করে দেওয়ার বার্তা দিয়ে মোদীর প্রকাশিত ভিডিয়োয় দীপকে-র কটাক্ষ, 'শুধু কি রিলেই ক্ষমা করবেন, না কি মামলাও প্রত্যাহার করবেন!'

নিট কেলেঙ্কারিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে আন্দোলনের সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে প্রতিবাদীদের বিভিন্ন মন্তব্যের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। মোদীকে এ ধরনের মন্তব্য করার জন্য নয়ডার ১৫ বছরের এক কিশোরীর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর হয়েছে। সেই আবহে শুক্রবার রাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যন্তর মন্তরে যা হয়েছে তা দেশ তথা বিশ্বের মানুষ দেখেছেন। কিছু দুষ্টু ছেলেমেয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করেছে। সমাজের পক্ষে অশোভনীয় এমন শধ প্রয়োগ করা হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'আমাকে তো গালমন্দ করা হয়েইছে, আমার স্বর্গবাসী মাকেও কটূক্তি করা হয়েছে।' তার পরেই তিনি বলেন, 'গালমন্দ করা কোনও সমাধান নয়। তাঁদের শাস্তি দেওয়া, কোর্টে টেনে আনা, হেনস্থা করা; এ সবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হবে না। আমি ওদের ক্ষমা করতে চাই। যারা ভুল পথে গিয়েছে, তাঁদের পথ দেখাই চলুন।'

যদিও নিরে মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ওই তরুণী। একটি ভিডিওয় অভিযুক্ত তরুণী জানিয়েছেন, গোটা দেশের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। ভিডিওয় তাঁকে হাতজোড় করে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি ওদের দ্বারা (আন্দোলনকারী) প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার বয়স মাত্র ১৫ বছর। আমি যা করেছি তা ক্ষমার যোগ্যই নয়। অনেক খারাপ কথা বলে ফেলেছি।' এটাই তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ ভুল বলে উল্লেখ করে তরুণী জানাচ্ছেন, 'আমি গোটা দেশের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি লজ্জিত। নিজের দিকে তাকাতে পারছি না। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।'

নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে দিল্লি-সহ দেশ জুড়ে বিক্ষোভের আবহে এক সপ্তাহে পাঁচ বার সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো প্রকাশ করেছেন মোদী। সেখানে পড়ুয়াদের বিভিন্ন বার্তা দিয়েছেন। শুক্রবার রাতে তেমনই এক রিল পোস্ট করে মোদী জানান, বিক্ষোভের সময় যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অপমানজনক কথাবার্তা বলেছেন, তাঁদের তিনি ক্ষমা করছেন। তার পরেই দীপকে-র মন্তব্য, তবে কি বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছে, তা-ও প্রত্যাহার করবে মোদী সরকার? এই মামলা প্রত্যাহার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ককরোচদের মধ্যে টানাপড়েন শুরু হয়েছে। সেই রায়কে তুলে ধরে কেন্দ্র জানিয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে অতীতে অপরাধের মামলা ছিল, তাঁদের ছাড় নয়। সিজেপি তা মানতে নারাজ। তারা জানিয়েছে, প্রয়োজনে আবার আন্দোলন শুরু করবে। সেই আবহে প্রধানমন্ত্রীকে আরও এক বার কটাক্ষ করলেন দীপকে।

মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানে ফের বিপর্যস্ত জম্মু

জম্মু, ১ অগস্ট: এক বছরের ব্যবধানে ফের বিপর্যয় জম্মু ও কাশ্মীরে। মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের জেরে উপত্যকার তিন জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি। বন্ধ জাতীয় সড়ক। শুক্রবার গভীর রাতে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে প্রথম হড়পা বান আঘাত হানে কিস্তওয়ার জেলায়। ছত্রু এলাকায় আছড়ে পড়ে তা। অবিরাম বৃষ্টির কারণে চেনাব উপত্যকার ডোডা এবং রামবানেও আঘাত হেনেছে হড়পা বান। স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়েছে।

হঠাৎ নেমে আসা জলের স্রোতে মূল বাজারে পাথর, কাদা ও পিচ্ছিল আবর্জনা জমে যাওয়ায় কিস্তওয়ার, ছত্রু, সিন্থান জাতীয় সড়ক যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

ছত্রুর জলধারার তীরে পার্ক করা দু'টি গাড়ি ভেসে যায়, পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দোকান ও বাড়ি জলে ডুবে যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কবলিত এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং শনিবার সকালে জানান, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানের খবর পাওয়ার পরেই তিনি কিস্তওয়ারের ডেপুটি-কমিশনার (জেলাশাসক) পঙ্কজকুমার শর্মার সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "বিপর্যয়ের এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষতিগ্রস্ত আবাসিক ও ব্যবসায়ীদের সরকারি ত্রাণ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রক ইতিমধ্যেই কিস্তওয়ার ও মাচাইলে একটি করে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম বা ইডব্লিউএস স্থাপন করেছে। এর ফলে উন্নততর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ সরঞ্জামের সাহায্যে আগাম বিপর্যয়ের সতর্কবার্তা দেওয়া সম্ভব হবে।" জিতেন্দ্রের দাবি, গত বছর বিধ্বংসী চাসোটি হড়পা বান বিপর্যয়ের পরে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি আরও জোরদার করা হয়েছে। গত অগস্টের ওই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মাচাইল মাতা (চণ্ডীমাতা) মন্দিরগামী অর্ধশতাধিক পুণ্যার্থী-সহ ৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ঘটনার পর নিখোঁজ হওয়া প্রায় ৩০ জনের এখনও সন্ধান মেলেনি।

Howrah Municipal Corporation
Borough-III
50, Panchanantala Road, Howrah-711101
Ph: 033-2640-4049/6292299603
TENDER NOTICE
NIT No.: TN/001/AE/B-III/2026-27, Date: 01.08.2026
For details of N.I.T. Please refer to notice board of Borough-III & also H.M.C. Website www.myhmc.in & wbtenders.gov.in. Bid submission starting date : **01.08.2026 at 06.00 P.M. (On-Line).** Bid submission closing date : **10.08.2026 at 06.00 P.M. (On-Line).** Sd/-
Assistant Engineer
Borough-III, H.M.C.

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIT
Executive Engineer(A-I), Kolkata (A-I) Division invites e-tender for SUPPLY OF SUBMERSIBLE PUMP MOTOR SET OIL IMMERSED STAR DELTA STARTER AND 63 AMP MAIN SWITCH Reference No.-WRDD/KOLAID/01/2026-27, Tender ID is -2026_WRDD_1035596_1, **The last dropping date is 08/08/2026 up to 01-00 PM.** Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. Sd/-
Executive Engineer(A-I)
Kolkata (A-I) Division
ICA- T14030(1)/2026

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF TAHERPUR NOTIFIED AREA AUTHORITY
E-Tender Notice
Online tenders are invited by the Chairman, Taherpur Notified Area Authority P.O.- Taherpur, Dist- Nadia for 1) Greenspace Development of Taherpur Jyoti Basu Amusement Park & Picnic Garden at Ward No. 04 under Taherpur Notified Area Authority under AMRUT 2.0 Scheme and 2) Water body Rejuvenation of Bat Pukur at Tehepur Picnic Garden at ward No. 04 under Taherpur Notified Area Authority under AMRUT 2.0 Scheme from experienced Agencies. Tender reference No. WBMAD/ULB/TNAA/NIT-1e/2026-27 and WBMAD/ULB/TNAA/NIT-2e/2026-27 vide Memo No.174/2026-27/TNAA & 175/2026-27/TNAA, Dated 30.07.2026. BID submission will be started from 03.08.2026 at 12.30 HRS and will be ended on 25/08/2026 up to 12.30HRS.
For more details information please go to e-tendering portal www.wbtenders.gov.in Corrigendum/Addendum will be published in website only.
Sd/
Chairman, Teherpur N.A.A.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/EM/EE/ED-VII/NIT-04/2026-27
Online tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-VII, EM Sector, KMDA, 14, Raja Manindra Road, Kolkata-700037, from eligible agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Maintenance of illumination system including daily ON & OFF operation for a period of One (1) year of Ultadanga Flyover., Rs.4,20,470/-, Rs.8,410/-, 01 year from the date of firm order, **Last date & time of online Tender submission:** 14.08.2026 at 16.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-339)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14028(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Annual Comprehensive Servicing & maintenance for 1 No. collective microprocessor based control 4 Passenger collapsible gate type lift at Intelligence Branch (IB), 13 Lord Sinha Road, Kolkata." e-Tender No : **WBPWD/AE/34/PR/T/KCESD/I of 2026-27** and Tender ID **2026_WBPWD_5017707_1.** Documents Submission end date 14.08.2026 up to 02:00 P.M. Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I.
ICA- T14033(1)/2026

BONGAON MUNICIPALITY
Repair & Renovation Works at Late Bhupendra Nath Seth Mahasamshan Under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/27/BM/2026-27/PWD Date: 01.08.2026
Tender ID: 2026_MAD_1035701_1
1. Bid Submission Start date: **01.08.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date: **10.08.2026 at 14.00**. 3. End date: **18.08.2026 at 14.00**. 4. Bid opening date: **20.08.2026 at 14.00**. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Annual Maintenance estimate of the Electrical Installation of the Govt. College of Engg. & Ceramic Technology---Providing lift attendant cum operator." Tender No: WBPWD/EE/08/IR/T/KCED/II of 2026-27(2nd call), Tender ID: 2026_WBPWD_5017708_1. Bid Submission end date 13.08.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA- T14046(1)/2026

ময়দান

ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বাগানকে দেখে নেওয়ার হুঙ্কার আনোয়ার আলির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডার্বি হার দিয়ে মরশুম শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। তবে ১ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল দিবসে সেই দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস ও ফুটবলার আনোয়ার আলি। পরবর্তী ডার্বিতে মোহনবাগানকে দেখে নেওয়ার হুঙ্কার শোনা গেল আনোয়ার আলির গলায়। ইস্টবেঙ্গল দিবসে সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি। কোচ হাবাসের থেকে পুরস্কৃত হয়ে আনোয়ার বলেন, এএখনও অনেক ডার্বি বাকি আছে। পরবর্তী ডার্বিতে ওদের দেখে নেব। এছাড়াও এদিন অভিনেতা প্রসেনজিৎকে বিশেষ সম্মান দিল ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ সম্মান পেলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ও। ক্লাবের তরফে ভারত গৌরব সম্মান দেওয়া হল বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব সান্যাল ও সুরকার প্রীতম চক্রবর্তীকে। নজরুল মঞ্চে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল গোটা ইস্টবেঙ্গল দল। ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর গলায় শোনা গেল জয় ইস্টবেঙ্গল ধ্বনি। সেরা কোচের সম্মান পেলেন বিনো জর্জ। এমার্জিং ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। প্রাইড অফ বেঙ্গল পাচ্ছেন সুরঞ্জনা রাউল। সেরা ক্রিকেটার পুরস্কার ঋতম পোড়েল। সেরা রেফারি দু'জন সম্মান পেলেন ভোলানাথ দত্ত ও পীযুষ রায়। সেরা সমর্থককে হিসেবে চারজন পুরস্কৃত হলেন। তাঁরা হলেন মনোময় ভট্টাচার্য, কল্পনা চক্রবর্তী, শ্যামল মজুমদার, মাস্টার ঋজু দাস।

মরক্কো থেকে স্পেনে প্রবেশের চেষ্টায় মৃত ৬০

মাদ্রিদ, ১ অগস্ট: মরক্কো থেকে অবৈধ ভাবে স্পেনে প্রবেশের চেষ্টা বন্ধ করে মরক্কোয় ফিরে গিয়েছেন ৫০ হাজারেরও বেশি শরণার্থী। এমনটাই দাবি স্পেন। সেই সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই ঘটনা বিপজ্জনক। এই কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬০ জনের।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ শুক্রবার সেউটায় গিয়েছিলেন। যেখানে বিক্ষোভকারীদের প্রতিবাদ ও বিদ্রূপের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। তিনি সীমান্ত দিয়ে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের অনুপ্রবেশকে 'স্পেনের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন' হিসেবে অভিহিত করে জানান, মরক্কোর পূর্ণ সহযোগিতায় অবৈধভাবে প্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। পরে জানানো হয়, অধিকাংশ অনুপ্রবেশকারীকেই ফেরত পাঠানো গিয়েছে।

উত্তর আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত সিউটা স্পেনের এক স্বায়ত্তশাসিত শহর। জিব্রাল্টার প্রণালীর মাধ্যমে স্পেনের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই জনপদটি মরক্কোর সীমান্ত সংলগ্ন। প্রায়ই মরক্কো থেকে সেখানে ঢোকেন অনুপ্রবেশকারীরা। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার থেকে হঠাৎই সেই সংখ্যাটা বাড়তে শুরু করেছে দ্রুত। স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতি থেকে শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে ৪৮ হাজার ৩০০ জন অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়েন সিউটায়। এদিকে সিউটা প্রশাসনের দাবি, সংখ্যাটা দু'দিনে সংখ্যাটা ৬০ হাজারেরও বেশি। এরপর সীমান্তের কাছে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হলে, মরক্কোর নিরাপত্তা বাহিনী লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে ভিড়কে পিছু হটতে বাধ্য করে এবং আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে স্পেনীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখে। সংঘর্ষের পর একটি বাস ও সাতটি গাড়ির পোড়া অংশবিশেষ দেখা গিয়েছে সেখানে। পাশাপাশি স্পেনের দিক থেকে সীমান্তের বিভিন্ন অংশে সেনার পরিবহণ থাকায় শয়ে শয়ে অনুপ্রবেশকারী মরক্কোর দিকে আটকা পড়ে যায়। আরও জানা গিয়েছে, বহু অনুপ্রবেশকারীর দাবি, সেউটায় তাঁর কোনও খাবার বা আশ্রয় পাননি। তাই ফিরে যাচ্ছেন।

CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS
ওপেন ই-টেন্ডার
নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/ ১৯/০১৬২, তারিখ: ২৯/০৭/২০২৬। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি **www.ireps.gov.in** লিঙ্কে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ই-টেন্ডারের জন্য অফার কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** লিঙ্কে গিয়ে → **লগইন** → **ই-টেন্ডার স্টোরস/সাপ্লাই**-এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যেতে পারে। ভেন্ডাররা কোনো নির্দিষ্ট টেন্ডার বা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্যের বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন: ডে. সিএমএম/এম-২/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ৯১৬৩ ৩৪০ ৭০৮ অথবা এএমএম/এম, ৯১৬৩ ৩৪০ ৭০৬। অফিসের ঠিকানা: পিসিএমএম-এর কার্যালয়/ সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন। **ক্রম নং; টেন্ডার নং.; সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (টাকা); টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় (আইএসটি)** নিম্নরূপ: **[১]; ৭৫২৬৩৮৩০বি;** ডব্লুএজি-৯এইচসি লোকোর জন্য সেফটি ফ্লোরিং, স্পেসি. নং আরডিএসও/২০০৬/সিজি-১২ রেভ.২ বা সাম্প্রতিক এবং ড্রয়িং নং ১২০৯-১৮.৪০৬-২১১ অল্ট.-৬ অনুযায়ী। **[ওয়ারেন্টির মেয়াদ:** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]; ৫২৭৬.০০ মিটার; ২,৭১,৩১০.০০ টাকা; ০৭/০৯/২০২৬ সকাল ১১:০০ টায়। **[২]; ৭৫২৬৩৮৬৯;** ড্রয়িং নং ১২০৯-০৮.১৩০-৫৯২ অল্ট.-১ এবং ১২০৯-০৮.২৩০-০১৩ অল্ট.-২ এবং স্পেসি. সিএলডব্লু/এমএস/৩/১৫৮ অল্ট.১ অনুযায়ী ই-টাইপ সিবিসি-তে টপ অপারেটেড হ্যান্ডেল সহ ডব্লুএজি-৯এইচসি লোকোর ক্যাবের এফআরপি আন্ডার প্যানেল (সেটের বিবরণ সংযুক্ত)। **[ওয়ারেন্টির মেয়াদ:** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]; **৪৫৫.০০ সেট;** ১,১৫,৫৪০.০০ টাকা; **৩০/০৯/২০২৬** সকাল ১১:০০ টায়। **[৩]; ৭৫২৬৩৯৪১;** i) সিএলডব্লু-এর স্পেসি. নং সিএলডব্লু/এমএস/৩/০৪০, অল্ট-১৫ (সেটের বিবরণ সংযুক্ত) অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচ-এর জন্য ইকুইপমেন্ট মাউন্টিং, রুফ, কেবেল লেয়িং, কানেকশন, ভিবি, ভিসি, টেস্টিং সেকশনের জন্য স্টেইনলেস স্টিল হার্ডওয়্যার সামগ্রী **[ওয়ারেন্টির মেয়াদ:** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস], ii) স্পেসি: সিএলডব্লু/এমএস/৩/০৪০ অল্ট.-১৫ অনুযায়ী ইএলএএইউ/ডানকুনি-এর জন্য স্টেইনলেস স্টিল হার্ডওয়্যার সামগ্রী। [সংযুক্ত সেটের বিবরণ অনুযায়ী] **[ওয়ারেন্টির মেয়াদ:** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস]; **৪২৪.০০ সেট;** ২,০৫,০২০.০০ টাকা; **১৬/১০/২০২৬** সকাল ১১:০০ টায়। **[৪]; ৭৫২৬৪১৭৬;** ড্রয়িং নং ১২০৯-০৯.১৩৩-০২১ অল্ট.২, ১২০৯-০৯.১৩৩-০৭১ অল্ট.১, স্পেসি নং: সিএলডব্লু/এমএস/৩/১১১ অল্ট.৭ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি টুইন লোকোমোটিভের ক্যাবের দরজার জন্য ইন্টারলক অ্যাসেম্বলি এবং মেশিন রুমের দরজা ও গ্যাংওয়ে দরজার জন্য লক অ্যাসেম্বলি **[ওয়ারেন্টির মেয়াদ:** ডেলিভারির তারিখের পরে ১২০ মাস]; **১৭৮.০০ সেট;** ১,৮৫,৬৮০.০০ টাকা; ১৭/১০/২০২৬ সকাল ১১:০০ টায়।
PR7/447 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
Like us on: www.facebook.com/clwrailways

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Name of work: "SITC of AC machines and allied Electrical Installation work at G and O Operation Theatre of Baghajatin S.G. Hospital, South 24 Parganas." Vide Tender ref. no.-WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-06/26-27 and Tender ID.: 2026_WBPWD_5016632_1. All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates: Last date of submission will be on 10/08/2026 up to 12:00 P.M. Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T14048(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIT No. 22/Q of 2026-27(2nd Call)
Vide memo no 589 dated: 31/07/2026
Sealed Quotations are invited by the Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D., from Bonafide, resourceful & reliable contractors of the work. SITC of 05(Five) Nos Conventional Split type AC machine in Bar council room at Ground floor of Main Building in the Complex of Directorate of Commercial Taxes, Government of West Bengal, at 14, Beliaghata Road, Kol-700015. E-Tender Id is 2026_WBPWD_5017696_1. Bid Submission closing Date:- 14-08-2026. Detailed information will be available in the website http://www.pwdwb.in & from above office. Sd/- K.K.Mitra, Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D.
ICA- T14049(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer North Kolkata Health Electrical Sub Division, P.W.D., invite online e-Tender for the work of "Annual comprehensive maintenance of different kind of air-conditioning machines at G.N.M. Training School and Hostel, C.O.M.S.D.H., Kamarhati. FY 2026-27." WBPWD/AE/NKHESD/NIQ-24/T of 26-27(2nd call), Tender ID: 2026_WBPWD_5017693_1. Bid Submission Closing date (Online): 11.08.2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- ASSISTANT ENGINEER, P.W.D., NORTH KOLKATA HEALTH ELECTRICAL SUB DIVISION
ICA- T14051(1)/2026

স্টেট ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সাফল্য পেল জলপাইগুড়ি

খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়ল টিএফএন কর্প

সুস্মিতা মুখার্জি • জলপাইগুড়ি

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি ইনডোর গেমস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (জিগপা) দ্বারা আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ অনূর্ধ্ব ১৩ ও অনূর্ধ্ব ১৫ সাব-জুনিয়র স্টেট ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর সমাপ্তি হল। ছয় দিনব্যাপী চলা প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। ৩০ জুলাই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন-এর (ডব্লিউবিবিএ) জেনারেল সেক্রেটারি শেখর চন্দ্র বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি ইনডোর গেমস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (জিগপা)-এর সেক্রেটারি রতন গুহ, বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন কোচ সোমনাথ সরকার-সহ ক্রীড়া সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্পোর্টস নিউট্রিশন এবং স্পোর্টস সাইকোলজি নিয়ে সচেতনতা প্রদানকারী সংস্থা 'দ্য ফিট নেশন করপ'-এর কর্ণধার দীপা আরিয়ান।

জলপাইগুড়িতে ছয়দিন প্রতিযোগিতা চলাকালীন টিএফএন করপ-এর পক্ষ থেকে প্রতিটি খেলোয়াড়দের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার এবং পানীয়র ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থাপনায় উপকৃত সকল অভিভাবক, প্রশিক্ষক এবং প্রতিযোগীরা প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে জিগপা'র সেক্রেটারি রতন গুহ জানান, 'টিএফএন করপ খেলোয়াড়দের শারীরির এবং মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এগিয়ে এসেছে। এটা তাঁদের সাধু উদ্যোগ। প্রতিযোগীরাও খেলা চলাকালীন এই সংস্থার দ্বারা পরিবেশিত স্বাস্থ্যকর ফুড, হেলথ ড্রিঙ্ক, মেন্টাল সাপর্ট পেয়ে খুশি। এই ব্যবস্থাপনা আমাদেরকেও আকৃষ্ট করেছে।' টিএফএন করপ-এর কর্ণধার দীপা আরিয়ান বলেন, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল দেশের প্রতিটি খেলোয়াড়কে সুস্বাস্থ্য এবং মানসিক দৃঢ়তা প্রদান করা, যাতে সারা বিশ্বে ভারত সর্বোচ্চ স্থানে থাকে। আরও বেশি মেডেল আমাদের দেশ পায়। আর তার জন্য চাই সঠিক পরিবেশ এবং নিউট্রেশন।'

উল্লেখ্য, মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৩ বিভাগের মধ্যে পূর্ব বর্ধমানের শারণ্য গুপ্ত, দক্ষিণ দিনাজপুরের শুভমিতা কর্মকারকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৩ বিভাগে হাওড়ার ঈশান পাল দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিফ হককে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয়। পাশাপাশি মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগে পশ্চিম কলকাতার বিতমা পাল, দার্জিলিংয়ের চন্দ্রাণী ঘোষকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগের মধ্যে কলকাতার অর্চিস ভট্টাচার্য, হাওড়ার আরুষ মণ্ডলকে হারিয়ে দেয়। অন্যদিকে, মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৩ ডবলসে হুগলির সঙঘমিদ্ধা ঘোষ এবং পূর্ব বর্ধমানের শারণ্য গুপ্ত জুটি উত্তর ২৪ পরগনা অহনা শ্রীমানী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঈশানী মণ্ডলকে হরিয়ে জয়লাভ করে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৩ ডাবলসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিফ হক এবং হাওড়ার ঈশান পাল জুটি হুগলির জিয়াদুল ইসলাম এবং পূর্ব মেদিনীপুরের সৃজন ভৌমিককে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয়। অপরদিকে, মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগে প্রিয়াংশী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দার্জিলিংয়ের শ্যারণ ছেত্রী জুটি মিলে মধ্য-কলকাতার মৃন্ময়ী মণ্ডল এবং পূর্বাশা মজুমদারকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগে হাওড়ার আরুষ মণ্ডল এবং কলকাতার অর্চিস ভট্টাচার্য জুটি হাওড়ার কনিষ্ক নাগ এবং কশ্যপ নাগকে হারিয়ে জয়ী হয়। অনূর্ধ্ব ১৫ মিক্সড ডাবলসে জলপাইগুড়ির সায়ন ঘোষ এবং দার্জিলিঙের ক্রিসেড ফিপন জুটি জলপাইগুড়ির আর্যভ সাহা এবং রূপকথা সরকারকে হারিয়ে ১৫-৩, ১৫-৯ পয়েন্টের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হয়।

দক্ষিণ এশীয় থ্রো বল চ্যাম্পিয়নশিপ,২০২৬-এ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরীর সঙ্গে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা।

Tender Notice (3rd Call)
Patashpur-I Dev.Block invites e-Tender as follows:-

NIT No: & Date	Work description	Last date and time for receipt of bids thourgh e-procurement
01) NIT-WBEO/Pat-I/NIT-45/2025-26 dt.02.03.2026	Construction of AWC at vill-Biswanathpur Adbasi Para at JL No-8, Plot No-275 at Gokulpur GPunder Patashpur-1 Dev.Block	14.08.2026

The details can be obtained from website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer
Patashpur-I Dev. Block

-: Tender Notice:-
Patashpur-I Panchayat Samity invites e-Tender as follows:-

NIT No: & Date	Work description	Last date and time for receipt of bids through e-procurement 07.08.2026
01) NIT-WBEO/Pat-I/NIT-02/2026-27 dt.30.07.2026	07 nos Schemes are tendered under 15th CFC. & 02nos BEUP Schemes.	07.08.2026

The details can be obtained from website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Patashpur-I Panchayat Samity

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, PWD, R.G.Kar Hospital Sub-Division are follow/follows. NIQ NO.,ID, Last date WBPWD/AE/RGKHSD/eNIQ-03e/2026-27, 2026_WBPWD_5017620_1, 17/08/2026, 1:00 P.M. Remarks : Details shown in **https://wbtenders.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, R.G.Kar Hospital Sub-Division.
ICA- T14052(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Please note Bid submission end date (online) is extended to 10.08.2026 up to 14:00 P.M. for the following job "Annual comprehensive servicing and preventive maintenance of 1.5 TR/2.0TR/3.0TR/5TR/7.5TR. Window, Split, Concealed Split & Walk-in Cooler at Central Medical Store, 141/AJC Bose Road, Kolkata-700014 for one years." vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-24/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5016344_1. Detail information/download/upload will be available from the website: **http://wbtenders.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- Executive Engineer-I, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T14059(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

তসলিমা: তখন আউট, এখন ইন

শান্তনু রায়

আমার জন্য অপেক্ষা করো মধুপুর নেত্রকোনা
অপেক্ষা করো জয়দেবপুর চৌরাস্তা
আমি ফিরব।
আমি ফিরব। পূর্ণিমায় গান গাইতে, দোলনায়
দুলতে, ছিপ ফেলতে বাঁশবনের পুকুরে —
আমি ফিরব। ফিরব ভালোবাসতে ,হাসতে, জীবনের
সুতোয়
আবার স্বপ্ন গাঁথতে-
অপেক্ষা করো মতিঝিল,শান্তি নগর অপেক্ষা করো
ফেব্রুয়ারি বই মেলা আমি ফিরব।
শীতের পাখিরা যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে,
ওরা একটি করে
পালক ফেলে আসবে
শাপলা পুকুরে, শীতলক্ষায়, বঙ্গোপসাগরে।
ব্রহ্মপুত্র শোনো, আমি ফিরব।
শোনো শালবন বিহার, মহাস্থানগড় ,
সীতাকুণ্ড-পাহাড়- আমি ফিরব।
যদি মানুষ হয়ে না পারি, পাখি হয়েও ফিরব একদিন।

সেই কতদিন আগে তিনি লিখেছিলেন 'যদি মানুষ হয়ে না পারি পাখি হয়েও ফিরব একদিন'।কুড়ি বছরেরও বেশি কেটে গেছে।

মানুষ হয়ে হলো না আর ফেরা স্বদেশে-সেই 'লেবুতলা, গোল্লাছুটের মাঠে'।

তবে হ্যাঁ ফিরলেন তিনি একদিনের জন্য হলেও, তাঁর দ্বিতীয় ঘর আমাদের এই শহর কোলকাতায় -প্রায় উনিশ বছর পরে। বাংলা শিক্ষাসংস্কৃতির প্রথম ভুবনের কেন্দ্রস্থল যে শহর বাধ্যতামূলকভাবে ত্যাগ করতে হয়েছিল ১৮ বছর ন'মাস আগের নিরাপত্তার চাদরে মোড়া সে রাতে গোপনে-রাজ্য শীর্ষ প্রশাসনের সে ইচ্ছাকে মান্যতা দান ছাড়া উপায়ও ছিল না স্বদেশের দুয়ার যে আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেদেশে ব্রাত্য সাহিত্যিকার।

১৯৯৪ এ বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে প্রথমে সুইডেন, তারপর জার্মানি — আবার সুইডেন ও সুইডিশ নাগরিকত্ব গ্রহণের পর কিছুদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারপর দুবছর ফ্রান্সে বাস করেন ২০০০ সালে ভারতে প্রবেশের ভিসা পেয়ে কলকাতা আসেন। সে বছরের মারচে তাঁর শোধ উপন্যাসের মারাঠি ভাষায় অনুবাদ কর্মের প্রচারে মুম্বাই শহরে পৌছোলে মৌলবাদী ইসলামপন্থীরা তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার হুমকী দেয়। ২০০৪ এ ভারত সরকারের থেকে অস্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পেয়ে তসলিমা কোলকাতা শহরে বসবাস শুরু করেন। কোলকাতায় টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম তসলিমার মুখে কালি লেপনে পুরস্কার ঘোষণার পর ২০০৭ এর মার্চে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড তসলিমার মুণ্ডচ্ছেদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ঘোষণা করে। শোধ উপন্যাসটি তেলেগু ভাষায় অনুবাদের জন্য হায়দরাবাদ গেলে সেখানেও আক্রমণের শিকার হন। ১৭ই অগস্ট কোলকাতার মুসলিম নেতারা তসলিমাকে হত্যা করার জন্য বিপুল অর্থ পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ২১শে নভেম্বর ২০০৭ একটি মুসলিম জঙ্গি গোষ্ঠী কলকাতা শহরে তাণ্ডব শুরু করলে আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করতে হয়। এরপর সেই রাতেই তাঁকে কোলকাতা ত্যাগ করতে হয় এবং বেশ কিছুদিন তাঁকে অজ্ঞাতস্থানে গোপনবাসে থাকতে হয়। ২০০৮ এ সিমোন দ্য বোভোয়া পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েও তিনি পুরস্কার নিতে ফ্রান্সে যেতে অস্বীকার করেন পাছে আর ভারতে প্রবেশ না করতে পারেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ২০০৮ এর মার্চে তিনি ভারত ছাড়তে বাধ্য হন। ২০১৫ সালে আল কায়দার অধীন ইসলামপন্থীরা তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দিলে তিনি আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যাহোক পরে অস্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেয়ে ভারতে ফিরে দিল্লির অদূরে এক গোপন স্থানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘোরাটোপে বাসকালীন এই প্রথম কোলকাতায় এলেন প্রকাশ্যে কোন এক অনুষ্ঠানে, নতুন রাজ্য সরকার তার যথাযথ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায়। সেজন্য অবশ্য তিনি অবশ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন রাজ্য সরকারের প্রতি।

অতি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি অবশ্য বলেছেন ভাষা থেকে আমি কখনো নির্বাসিত হইনি। সেই কত বছর আগে তিনি লিখেছিলেন — আমি জানি আমার পথ মসৃণ নয়। আমাকে পাথর সরিয়ে-সরিয়ে হাঁটতে হয়। (মেয়েদেরকে পাথর সরিয়ে-সরিয়ে হাঁটতে হয় — নির্বাচিত কলাম)

সত্যই 'পথে পথে পাথর ছড়ানো' তেরো বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করা সেই নারী। তিনি অবশ্য মনে করেন — শুধু আমাকে কেন, প্রতিটি মেয়েকেই (এই উপল বিস্তৃত কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হয়)। তাঁর সৃজনে বারবার প্রতিভাত নারীর স্বরূপ নারীই কেবল- স্বাধীন স্বতন্ত্র মানুষ, কারো আত্মজা, কারো ঘরনী বা কারো মা বোন সম্পর্কে সীমায়িত নয়।

উগ্র ধর্মান্ধতার তীব্র সমালোচনা ও মুক্ত চিন্তার পক্ষে কথা বলায় ১৯৯৪ এ তাঁর বিরুদ্ধে স্বদেশ বাসীদের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ফতোয়া জারি হলে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয় এবং তিন দশকের বেশিকাল ধরে দেশ থেকে নির্বাসিতা এই লেখিকার ফরিয়াদ রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে বাংলাদেশের পর তাঁর ভালোবাসার জায়গা কোলকাতা শহর ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে হয়েছিল ২০০৭ এ। ধর্ম আফিম জ্ঞানে পরিত্যাজ্য যাঁদের কাছে সেই বামমার্গীয়দের পরিচালিত তৎকালীন সরকার আইন ভাঙ্গা ও হত্যার হুমকি দেওয়া লোকদের গুণ্ডামির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে যে লেখিকা নিজের দেশের ধর্মান্ধদের প্রাণনাশের হুমকিতে দেশ ছেড়ে এ দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী এই মহানগরী কোলকাতায় আশ্রয় নিয়ে ভালোবেসে আপন করেছিলেন হয়ত ভবিষ্যতের স্থায়ী আবাস করা স্বপ্নও দেখেছিলেন তাঁকে আরও একবার ঠাঁইনাড়া হতে হয়েছিল এ মহানগর থেকেও রাষ্ট্রীয় (রাজ্যিক) সিদ্ধান্তে। যে সিদ্ধান্ত, তিনি আজও মনে করেন, নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল না; তার মধ্যে ছিল ধর্মীয় তোষণ, ভোটের হিসেব এবং অপ্রিয় সত্য উচ্চারণকারী একটি কণ্ঠকে নীরব করার রাজনীতি। আশির দশকে এক উদীয়মান কবি হিসেবে সাহিত্য জগতে পদার্পণকারী তিনি আদতে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও কলেজে পড়ার সময় তিনি সেঁজুতি নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন । ১৯৯০ নাগাদ নির্বাচিত কলাম নামক বিখ্যাত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হলে ওই গ্রন্থের জন্য ১৯৯২ সালের আনন্দ পুরস্কার পান। নারী অধিকার ও ধর্মের সমালোচনামূলক লেখার জন্য

বিশ্বজুড়ে পরিচিত এই চিকিৎসক ও নারীবাদী কর্মী, নিজের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সাখারভ পুরস্কার সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মাননা লাভ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের, বাম জমানায় নির্বাসিতা এই নির্ভীক লেখিকার নামই এড়িয়ে যেতেন এ বাংলার কোন সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী গত দীর্ঘ ১৫ বছর কালের কখনো 'মা মাটি মানুষের' জমানায়ও-মৌলবাদীদের ভয়ে তাঁকে করে রাখা হয়েছিল ব্রাত্য। ছদ্ম সাম্প্রদায়িক 'সম্প্রীতি' বজায় রাখার অজুহাতে প্রকাশ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করাও 'অপরাধ' ছিল — ফিরিয়ে আনার দাবি বা প্রয়াস তো জব্বর 'গুনাহ'। এমনকি 'ঝামেলা' এড়াতে বঙ্গ সংস্কৃতির স্বনিযুক্ত অভিভাবক সহ অধিকাংশ বাংলা দৈনিকেও তিনি ছিলেন অচ্ছুত।

আর এ রাজ্যের বাম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলের দ্বিচারিতা স্ববিরোধিতা ও সুবিধাবাদী নীতির কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো।

বলা হচ্ছে তিনটি অসরকারি সংগঠনের আমন্ত্রণে ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় তসলিমার এসময়ে কোলকাতা আসার সিদ্ধান্ত আসলে নতুন সরকার এবং শাসকদলের রাজনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ। তা হলে সেই রাতে তাঁকে বিতাড়নটা রাজনৈতিক ছিলনা? অথচ পরিস্থিতির চাপে হলেও একটি 'বামপন্থী' সরকারের সেই অন্যায়টা সংশোধনের নাগরিক সমাজের উদ্যোগকে প্রশংসা করাই উচিত রাজনীতি না করে।

অনেকেরই হয়ত স্মরনে আছে প্রায় উনিশ বছর আগে যে রাত্রে তসলিমাকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয় সেদিন কলকাতার এক বিস্তীর্ন অঞ্চল দিনভর অবরুদ্ধ করে দাপিয়ে বেড়িয়েছিল এক হিংস্র মৌলবাদী শক্তি। তাদের গুণ্ডামিতে প্রশাসন ছিল নির্বিকার। সেই রাতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সামনে এ রাজ্যের তখনকার শাসক দলের এক শীর্ষ নেতার তসলিমাকে কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার ফরমান দেওয়ার কথাও বিস্মৃত হয়নি সব মন থেকে। আর ২০০২ এ গুজরাত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত কুতুবুদ্দিন আনসারিকে কোলকাতায় নিয়ে আসা ও তাঁর হাত জোর করা ছবি প্রচার করা — সেটাই তো ছিল দ্বিচারিতার রাজনীতি।

মনে রাখতে হবে ২০০৭ এ বাম জমানায় মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এই সাহিত্যিকার এ রাজ্য থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়নের পর রাজ্যে একাধিক লোকসভার ও বিধানসভার নির্বাচন হলেও কোন নির্বাচনেই তাঁকে রাজ্যে ফেরানোটি ইস্যু করেনি কোন রাজনৈতিকই দল-হয়তো প্রয়োজনই মনে করেনি বা ভোটবাক্সের দিকে লক্ষ্যে এক ধরণের মৌলবাদ ও অসহিষ্ণুতাকে পরোক্ষে জল হাওয়া দিতে।

বরং রাজ্যের পূর্বতন শাসকদলেরও প্ররোচনায় তাঁর রচনা অবলম্বনে টেলিভিশনে সিরিয়াল প্রদর্শন ঘোষণা করেও পিছিয়ে আসতে হয় মৌলবাদীদের শাসানির দাপটে। তখন প্রশাসন নিস্ক্রিয়,কলাকুশলী শিল্পীদের সংগঠনও নির্বিকার থাকায় ।

যখন এদেশের কিছু ধর্মান্ধ গোষ্ঠী কোন লেখিকার মাথার মূল্য ধার্য করেছিল তাঁর নির্ভীক মতপ্রকাশের কারনে, তখন 'বামপন্থী' প্রগতিশীল বঙ্গীয় অস্মিতার নব্য ধ্বজাধারী কারো সেটা অসহিষ্ণুতা মনে হয়নি — মনে হয়নি এর প্রতিবাদে ওই ঘোষিত নাস্তিক স্পষ্টবক্তা লেখিকার পাশে দাঁড়ান? লেখিকার পাশে ছিল না তখন এ বঙ্গের তার্কিক সুশীল সমাজ।

এও নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে তাঁর বই 'দ্বিখণ্ডিত' যখন এ রাজ্যে নিষিদ্ধ হয় এবং যখন তাঁকে এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত হতে হয় তখন কিন্তু এ রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ছিল একটি 'প্রগতিশীল' বামপন্থীদের সরকার যাদের নাকি ধর্মে বিশ্বাস নেই — তাঁরা মনে করেন ধর্ম আফিমের মত বিষবৎ পরিত্যাজ্য তবু তাঁদেরও প্রগতিশীল (?) চিন্তাধারাও নির্বাসনের নিদান দিল — বাধ্য করল রাজ্যত্যাগে এই অজুহাতে যে তিনি নাকি বিশেষ ধর্মীয় আবেগে আঘাত করেছেন। আইনশৃঙ্খলার কারনে ঐ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল এবং তাঁর বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল নাকি জনা পঁচিশ শিল্পী সাহিত্যিকের সঙ্গে পরামর্শ করে। অদ্ভূত অপূর্ব যুক্তি এক বামপন্থী রাজ্য সরকারের প্রগতিশীল সংস্কৃতিবান প্রধানের মুখে। তবে বঙ্গবাসীর কৌতুহল কারা ছিলেন সেই মাননীয় পরামর্শদাতারা? আরও দূর্ভাগ্যের যে তসলিমাকে ২০১১ এর পরেও এতোদিন এরাজ্যে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল রাজ্যে অনেক 'বদল' সত্বেও। তসলিমা অকুতোভয়ে এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্টতই বলেছেন, 'পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চেয়ে ভারতে ভাল আছেন সংখ্যালঘুরা'। বোরখা ও হিজাব পরাকে তিনি প্রগতিবিরোধী ও নারী স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে গন্য করেন। ২০১৯-এ শ্রীলঙ্কায় বোরখা নিষিদ্ধ করলে তিনি মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করে ফেসবুক ও টুইটারে মত ব্যক্ত করেছিলেন। বোরখাকে তিনি কারাগার মনে করতেন। এতে ক্ষুব্ধ মৌলবাদী ও পশ্চাতগামী শক্তি তাঁর মাথার দাম ঘোষণার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছিল প্রশাসনিক প্রশ্রয়ে। যে প্রশাসন সাহিত্যিকাকে দিয়েছে নির্বাসন। এসব পুরোনো স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়েই সাহিত্যিকার নতুন সময়ে পরিবর্তিত আবহে নিজের শহরকে আবার স্বল্পদিনের জন্য হলেও ফিরে পাওয়া, সেই প্রিয় শহরের পুরোনো ভালবাসার পরশ পাওয়া এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষা সংস্কৃতির অন্দরমহলের একজন হওয়ার অভীপ্সা পূর্ণ হওয়ার এ সুযোগ আসা নিঃসন্দেহে তাঁর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই মৌলবাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাঁকে আবার কাছে টেনে নেওয়া, শিক্ষিত সংস্কৃতিবান উদার মনন সম্পন্ন নাগরিক সমাজেরও এক প্রাপ্তি। তসলিমার এই কোলকাতায় 'ফেরা'য় ঘুচল 'লজ্জা' কোলকাতারও । কোলকাতা দেখাল তার সত্যকারের উদার বিস্তৃত বক্ষপট যেখানে ব্রাত্য নয় কেউ — স্বাগত ভিন্ন স্বর প্রতিবাদী উচ্চারণ। যা যেন বহুদিন ঢাকা পড়েছিল মেকী দেখানেপনায়।

এত দিন শুধু অন্তরালে গুঞ্জন উঠেছে অন্য কবি সাহিত্যিকের যে শৈল্পিক স্বাধীনতা আছে তা কেন থাকবে না তসলিমা নাসরিন বা সলমন রুশদির বা সৃজনশীল কর্মে ব্যাপৃত অন্য কোনজনের? কেন আপন মনের মাধুরী মিলায়ে সাহিত্যকর্মের তাঁদের স্বাধীনতা-মুক্তচিন্তা নিগ্রহিত হবে ধর্মীয় আবেগের অজুহাতে?

ভার্জিনিয়া উলফ, সিমন দ্য বেভোয়া এবং বেগম রোকেয়া অনুপ্রানিত হয়ে তার লেখনী ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নারীর স্বাধীনতার ও মানবাধিকারের কথা বারবার বলেছে। সে কারণে দেশ বিদেশ ইউরোপ আমেরিকা স্ক্যণ্ডিনেভিয় দেশ থেকে একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে তার নির্ভীক লেখনী ও সাহসী ভূমিকা। তবু তাঁর কেন স্থান হবে না এই মহানগরের সাংস্কৃতিক পরিসরে ? সাহসী স্পষ্টবাদী চরিত্রের মানুষটি নিজ দেশে উগ্র মৌলবাদীদের কোপে পড়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁকে একদশক কাটাতে হয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তারপর এ রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন বড় আশা করে। কিন্তু সংস্কৃতিপ্রেমী উদার মননের কলকাতাবাসী কিংবা তর্কশীল ভারতবাসী হওয়ার দাবিদাররা কি সঠিক আচরণ করেছিলেন তাঁর প্রতি? সে দোষ কিঞ্চিৎ হয়ত স্খালন হয়েছে শুক্রবার বিমানবন্দরেই শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টিতে আবাহন জ্ঞাপনে। তিনিও রাজ্যের মাটিতে পা দিয়েই আনন্দ প্রকাশ করেছেন আবার তাঁর প্রিয় শহরে ফেরা সম্ভব হওয়ায়। নিজের উথালপাতাল জীবনের মাঝেও প্রাণের মায়া উপেক্ষা করে নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েও এত বছর ধরে তিনি লিখে চলেছেন আপনবিশ্বাসে কোন হুমকির কাছে মাথা নত না করে। তিনি কোনদিন মৌলবাদের কাছে মাথা নত করেননি।

মনে রাখতে হবে দু'দশক পরে রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় তসলিমার কোলকাতায় আসা কেবলমাত্র ব্যক্তি তসলিমার প্রত্যাগমন নয়, ছদ্ম মৌলবাদ থেকে সাহসী উত্তরণে যথার্থ মুক্তচিন্তা সহিষ্ণুতা শিল্পের স্বাধীনতার অভিমুখে নতুন যাত্রার সূচনা যা সাক্ষী রইল পরিবর্তনের বাংলায় শনিবারের রবীন্দ্রসদনের অন্দর ও বাহির। নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে বাস করছেন দীর্ঘ অন্তরীন জীবনের সাময়িক ছেদে সাহিত্যিকার জীবনও মুক্ত আলোর পরশে নন্দিত যে হয়েছে তা শুক্রবার বিকেলে কোলকাতা পৌছোনোর পর থেকে তাঁর দেহভাষাই তা বলে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আজ এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে প্রগতিশীল আধুনিক চিন্তাধারারকে স্তব্ধ করে, সেই ভাবনার শরিক ব্যক্তিদের কোণঠাসা করে, বিতাড়ন/নির্বাসন দিয়ে কোন যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল ভারতগঠন দুরূহ। অতএব ২০২৬ এর আগস্টের প্রথমদিনেই নতুন যাত্রার শুরুয়াত যেমন নির্ভীক স্পষ্টবক্তা সাহিত্যিকার তেমনই সংস্কৃতি প্রিয় মহানগরেরও।

সোনা হাতছাড়া নীরজের, তবু জোড়া পদকে ইতিহাস ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আনন্দ আর আক্ষেপ দুটি অনুভূতিই একসঙ্গে জড়িয়ে থাকল ভারতের জ্যাভলিন অভিযানে। গ্লাসগোর স্কটসটাউন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসের পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টে ভারত একদিকে যেমন ইতিহাস গড়ল জোড়া পদক জিতে, অন্যদিকে দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে থেকে গেল নীরজ চোপড়ার সোনা হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ। দীর্ঘ বিরতির পর কমনওয়েলথ গেমসে ফিরে নিজের মরশুমের সেরা পারফরম্যান্স দিলেও শেষ পর্যন্ত রুপোর পদকেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ভারতের তারকা অ্যাথলিটকে। সোনা জিতেছেন শ্রীলঙ্কার রুমেশ থরঙ্গা পাথিরাগে, আর ব্রোঞ্জ জিতে সকলকে চমকে দিয়েছেন ভারতেরই যশবীর সিং। প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই আবহাওয়া ছিল প্রতিকূল। প্রবল হাওয়া ও অনিশ্চিত পরিবেশে জ্যাভলিন ছোড়া সহজ ছিল না। তবুও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন নীরজ। প্রথম প্রচেষ্টায় তিনি ৮০.৯৭ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে ভালো সূচনা করেন। দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেই আসে তাঁর মরশুমের সেরা থ্রো ৮৫.৮৩ মিটার। সেই সময় পর্যন্ত তিনিই সোনার দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন এবং মনে হচ্ছিল আর একবার কমনওয়েলথের মঞ্চে ভারতের পতাকা শীর্ষে তুলে ধরবেন। অনেকের ধারণা ছিল, নীরজের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন পাকিস্তানের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন আরশাদ নাদিম। কিন্তু প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবের মিল হয়নি। নাদিম শুরু থেকেই নিজের সেরা ছন্দে ছিলেন না। ফাইনালের প্রথম দিকেই তিনি প্রতিযোগিতা থেকে কার্যত ছিটকে যান এবং শেষ আটে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হন। ফলে সোনার লড়াই অন্য মোড় নেয়। এই সুযোগই কাজে লাগান শ্রীলঙ্কার রুমেশ থরঙ্গা পাথিরাগে। প্রথম থ্রো ফাউল হলেও দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তিনি ৮৯.৭৫ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে সবাইকে অবাক করে দেন। এই বিশাল দূরত্বই শেষ পর্যন্ত তাঁকে সোনার পদক এনে দেয়। নীরজ এরপর একাধিকবার চেষ্টা করলেও সেই দূরত্ব স্পর্শ করতে পারেননি। ফলে তাঁকে রুপোর পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় সুখ বর আসে যশবীর সিংয়ের হাত ধরে। প্রতিযোগিতার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পদকের বাইরে ছিলেন। কিন্তু শেষ থ্রোতেই অসাধারণ প্রত্যাবর্তন করে ৮৫.৪১ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন। তাঁর এই পারফরম্যান্স শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, ভারতের জন্যও ঐতিহাসিক। কারণ কমনওয়েলথ গেমসের জ্যাভলিন ইভেন্টে এই প্রথম ভারত একই আসরে দুটি পদক জিতল। আরেক ভারতীয় প্রতিযোগী রোহিত যাদবও ফাইনালে উঠেছিলেন, যা ভারতের শক্তিশালী উপস্থিতিকেই তুলে ধরে। নীরজের জন্য এই প্রতিযোগিতা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসে তিনি সোনা জিতেছিলেন। এরপর চোটের কারণে পরবর্তী আসরে অংশ নিতে পারেননি। তাই গ্লাসগোর মঞ্চে তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। যদিও এবার সোনা অধরা থেকে গেল, তবুও তিনি মরশুমের সেরা পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন, যা ভবিষ্যতের বড় প্রতিযোগিতাগুলোর আগে ইতিবাচক দিক হিসেবেই দেখা যেতে পারে। তবে এটাও সত্য, সাম্প্রতিক সময়ে নীরজ আগের মতো ধারাবাহিকভাবে ৯০ মিটারের কাছাকাছি পারফরম্যান্স করতে পারছেন না। সেই কারণেই তাঁর ফর্ম নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সমর্থকদের মধ্যে। সামনে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও কঠিন প্রতিযোগিতা অপেক্ষা করছে। সেখানে আবারও নিজের সেরা ছন্দে ফিরতে পারলেই নীরজ যে সোনালি সাফল্যের পথে ফিরবেন, সেই বিশ্বাস এখনও অটুট। আর যশবীরের উত্থান ভারতীয় জ্যাভলিনে নতুন আশার আলো জ্বালাল। ফলে কমনওয়েলথ গেমসের এই ফলাফল ভারতের কাছে একই সঙ্গে গর্বের এবং নতুন করে ভাবনারও।

বক্সিং রিংয়ে জোড়া সোনা, প্রীতি ও জ্যাসমিনের দাপটে উজ্জ্বল ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের সোনালি অভিযান আরও উজ্জ্বল করলেন প্রীতি পওয়ার ও জ্যাসমিন ল্যাম্বোরিয়া। শনিবার মহিলাদের বক্সিংয়ে পরপর ২টি সোনা জিতে দেশের পদক তালিকায় বড় অবদান রাখলেন দুই ভারতীয় বক্সার। ৫৪ কেজি বিভাগের ফাইনালে কানাডার স্কারলেট সাভান্না ডেলগাডোকে হারিয়ে সোনা জেতেন প্রীতি পওয়ার। এরপর ৫৭ কেজি বিভাগে উত্তর আয়ারল্যান্ডের মাইকেলা ওয়ালশকে পরাজিত করে সোনার পদক তুলে নেন জ্যাসমিন ল্যাম্বোরিয়া। ফাইনালে শুরু থেকেই দাপট দেখান ২২ বছরের প্রীতি। দ্রুত আক্রমণ, নিখুঁত পাঞ্চ এবং শক্তিশালী রক্ষণে ডেলগাডোকে চাপে রাখেন তিনি। প্রথম রাউন্ডে পাঁচ বিচারকই প্রীতির পক্ষে রায় দেন। দ্বিতীয় রাউন্ডেও একইভাবে এগিয়ে থাকেন ভারতীয় বক্সার। সেই রাউন্ডে নকডাউন হন ডেলগাডো। শেষ রাউন্ডে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ঠান্ডা মাথায় লড়াই শেষ করেন প্রীতি। ৫-০ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে নিশ্চিত করেন সোনা। এর আগে সেমিফাইনালে জাম্বিয়ার ক্যাথরিন

মাওয়াপেকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন প্রীতি। চলতি বছরে বিশ্ব বক্সিং কাপ এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাও জিতেছেন তিনি। ফলে কমনওয়েলথে তাঁর উপর থাকা প্রত্যাশার চাপ সফলভাবেই সামলেছেন ভারতীয় এই বক্সার। প্রীতির সাফল্যের পর ভারতের হয়ে সোনার হাসি এনে দেন জ্যাসমিন ল্যাম্বোরিয়া। ৫৭ কেজি বিভাগের ফাইনালে অভিজ্ঞ মাইকেলা ওয়ালশের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি। প্রথম ২ রাউন্ডে এগিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ৫-০ ব্যবধানে জয় পান ২৪ বছরের জ্যাসমিন। ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষকে সম্মান জানিয়ে তাঁর হাত তুলে ধরেন ভারতীয় বক্সার। বক্সিংয়ের পাশাপাশি অ্যাথলেটিক্সেও ভারতের সাফল্য এসেছে। পুরুষদের ট্রিপল জাম্পে প্রবীণ চিত্রাভেল রুপোর পদক জিতেছেন। একই ইভেন্টে সেলভা প্রভু থিরুমারন পেয়েছেন ব্রোঞ্জ। প্রীতি পওয়ার ও জ্যাসমিন ল্যাম্বোরিয়ার জোড়া সোনায় কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদক অভিযান আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল।